আদ-দা'ওয়াতুল ফারাদিয়্যাহ কী ও কেন?

আদ-দা’ওয়াতুল ফারদিয়্যাহর অর্থ :-

আদ-দা’ওয়াতুল ফারদিয়্যাহ্:- ইসলামী বিধি-বিধান পালন ও দ্বীনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে দা’য়ী সরাসরি মাদ’য়ূর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী করা। যাতে মাদ’য়ূর মাঝে একজন সৎ মুসলিমের গুণাবলী প্রস্ফূটিত হয়, সে সুশৃঙ্খল ভাবে মুজাহিদদের কাতারে অংশগ্রহণ করতে পারে। এবং আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত ও জিহাদের ফরীজাহ্ আদায়ের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত হতে পারে।

আদ-দা’ওয়াতুল ফারদিয়্যাহর ধারাবাহিকতা:-

একটি পরিসংখ্যান লক্ষ্য করো, যখন তুমি একজন ব্যক্তিকে পূর্ণ বছর দাওয়াত দেবে সেও একজন ব্যক্তিকে পূর্ণ বছর দাওয়াত দিবে। আর ত্রিশ বছর পর দেখা যাবে তোমাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে কয়েক কোটি !!! হে ভাই ! একটু ফিকির করে দেখ।

আদ-দা’ওয়াতুল ফারদিয়্যাহর গুরুত্ব:-

এ প্রকার দাওয়াতের গুরুত্ব প্রকাশ পায়, আল্লাহর পথে দাওয়াতের গুরুত্ব থেকেই। কেননা এটিতো আল্লাহর পথেই দাওয়াত। আর দূরদর্শিতার সাথে আল্লাহর পথে আহ্বান করা মুসলিমদের উপর ওয়াজিব। আল্লাহ তা’আলা বলেন:-

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِوَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিৎ যারা আহ্বান করবে সৎকর্মের দিকে, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের প্রতি এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম। (সূরা আলে-ইমরান:- ১০৪)

আল্লাহ তা’আলা আরো বলেনঃ-

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

আপনার পালনকর্তার পথে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। (সূরা নাহল: ১২৫)

সহীহাইনে উল্লেখিত আছে, উবাদা বিন সমেত (রাদিঃ) বলেন:-

بايعنارسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعةفي العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لاننازع الامرأهله وأن نقول بالحق حيثماكنالانخاف في الله لومةلائم

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে যে বিষয়ে বাই’আত নিলেন: তা হল আমরা আমাদের ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, সুখে-দুঃখে এবং আমাদের উপর যদি অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়া হয় তথাপি শুনব ও আনুগত্য করব এবং আমরা শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না। আর আমরা যেখানেই থাকি হক্ক কথা বলবো, আমরা আল্লাহ তা’আলার ক্ষেত্রে কোন তিরিষ্কারকারীর তিরিষ্কারকে পরওয়া করব না। (আল-ফাত্হ: ১৯২/১৩,শারহুন নাবাবী:২২৮/১২)

আল্লাহর পথে দা’ওয়াতের ফযীলত :-

আল্লাহর তা’আলার দিকে আহ্বানের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্য থেকে- আল্লাহর পথে দা’ওয়াতের ফযীলত :-

১।সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন:

من دعاإلى هدى كان له من الأجرمثل أجورمن تبعه لاينقص ذلك من أجورهم شيئا

যে ব্যক্তি সৎপথে আহ্বান করবে সে ঐ ব্যক্তিদের মত প্রতিদান প্রাপ্ত হবে যারা তার অনুস্বরণ করে৷ আর এটা তাদের সামান্য প্রতিদান বিনষ্ট করবে না৷ (শরহুন নববী:২২৪/১৬)

২৷ইমাম বোখারী (রহঃ) ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী (রাদীঃ) কে খাইবারে প্রেরণের সময় বলেছিলেন:-

لأَن يهديَ الله بكَ رجلاواحداخيرلكَ من حُمْرالنَّعَم

আল্লাহ তা'আলা তোমার মাধ্যমে একজন মানুষকে হেদায়েত প্রদান করাটা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম৷ (আল-ফাতহ্-৭/৭)

আদ-দা'ওয়াতুল ফারদিয়্যাহর বৈশিষ্ট্য :-

১. আদ- দা'ওয়াতুল ফারদিয়্যাহ্ সাথীদেরকে পূর্ণরুপে যোগ্য করে তোলে৷ এটি শুধুমাত্র এক দিকে সীমাবদ্ধ থেকে, দ্বীনের অন্যান্য দিকগুলোকে উপেক্ষা করে না৷ এর দ্বারা সামগ্রিক বিষয়ে দিক্ষা অর্জিত হয়৷

২. এটি দা'য়ী এবং মাদ'য়ূর মাঝে একটি বন্ধন সৃষ্টি করে, যা মাদ'য়ূকে দাওয়াত কবুলে প্রস্তুত করে৷ নিশ্চিত এটি আদ-দা'ওয়াতুল জামা'ইয়্যাহ্ বা জামাতবদ্ধ দাওয়াতের চেয়ে উত্তম৷ কেননা সেটি দা'য়ী এবং মাদ'য়ূর মাঝে কোন ধরনের বন্ধন সৃষ্টি করে না৷

৩. আদ-দা'ওয়াতুল ফারদিয়্যাহর মাধ্যমে মাদ'য়ূদেরকে প্রদানকৃর্ত নির্দেশনা কার্যকারী রুপে পালিত হচ্ছে কিনা দা'য়ী তা অনুসন্ধান করতে পারে৷ আর মাদ'য়ূগণ যথাযথ ভাবে নির্দেশনা অনুস্বরণ করতে সক্ষম হয়৷ কিন্তু আদ-দাও'য়াতুল জামা'ইয়্যাহ্ এর মধ্যে তাদের এই ধারাবাহিকতা সম্ভবপর হয় না|

৪. আদ-দা'ওয়াতুল ফারদিয়্যাহর মাধ্যমে প্রচলিত অনেক সংশয় নিরসন সম্ভব হয়৷ যে গুলোর ব্যাপারে আদ-দা'ওয়াতুল জামা'ইয়্যাহ্ তে আলচনা করাই সম্ভব হয় না৷

৫. আদ-দা'ওয়াতুল ফারদিয়্যাহর মাধ্যমে জিহাদের মৌলিক নীতিগুলো রোপণ করা সম্ভবপর হয়৷ যার প্রকাশ্যে আলোচনাটা অনেক সময়েই ঝুকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়৷ যখন কোন মূলনীতির উপযুক্ত সময় আসে তখনই তার ব্যাপারে আন্তরিকতার সাথে স্পষ্ট ভাবে আলোচনা করা যায়৷ দা'য়ী ভাই মাদ'য়ূ ভাইকে

নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে পারে৷ সময় মত তার জন্য উপযুক্ত বিষয় প্রদান করতে সক্ষম হয়৷

৬. আদ-দা'ওয়াতুল ফারদিয়্যাহর মাধ্যমে এমন ব্যক্তিদের নিকট হক্ব পৌঁছানো সম্ভব হয় যারা সত্যবাণী শুনতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে (অথবা যাদেরকে অনাগ্রহী করে রাখা হয়)| আজ তুমি অনেককে দেখতে পাবে যাদের ধারণা, মুজাহিদরা মানুষদেরকে (মুসলিমদেরকে) তাকফীর করে৷ তারা ইসলামের ক্ষতির কারণ৷ বরং কতকে তো নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালির কারণ হিসাবেও মুজাহিদদেরকে দেখে৷ তারা বলে, ৯/১১ যদি না ঘটত তাহলে কাফেররা ইসলামের রাসূলকে গালি দিত না৷ লা-হাওলা ওলা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ৷

৭. সেল গঠনে, সদস্য সংগ্রহের জন্য এটিই সবচেয়ে নিরাপদ দাওয়াতী পন্থা৷ জানা কথা, যে কোন জিহাদী অপারেশন বাস্তবায়নের মূলভিত্তি হল- মাল, রিজাল (সদস্য), আসলিহা (অস্ত্র)| দাওয়াতের এই পদ্ধতি এ ধরনের সমস্যার অনেকটাই সমাধান করে দেয়৷

৮. যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময় এই প্রকারের দাওয়াত আরম্ভ করতে সক্ষম৷ এটি নির্ভর করবে দা'য়ীর উপর, সে কখন? কার মাধ্যমে? শুরু করবে৷

৯. দা'য়ী ভাই মানুষদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে৷ তার ও জনগণের মধ্যকার কল্পনার প্রচীর ভেঙ্গে যায়৷ আর প্রতেক মুজাহিদ ভাইয়ের জন্য আবশ্যক হল, সে যে সমাজে বসবাস করে তার পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে অবগত হওয়া, কেননা খুব সম্ভব সে সেখানেই জিহাদ করবে৷

১০. যে ব্যক্তি এই দাওয়াতের কাজ আনজাম দেবে, এটি তাকে ইলম ও আমলের দিকে ধাবিত করবে৷ তখন সে মাদ'য়ূর নিকট উত্তম আদর্শ বনে যাবে৷

হে প্রিয় ভাই ! দাওয়াত তোমার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে৷ আর যে ব্যক্তি ইসলামের সর্বোচ্চ চুড়ায় আরোহণ করতে ইচ্ছা পোষণ করে তার উদ্দেশ্য তো এটাই হওয়া উচিৎ৷

প্রকৃত দা'য়ীর গুণাবলী

১. ইখলাস:-

কেননা প্রতিটি ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য মৌলিক শর্ত দু-টি:-

আল্লাহ তাআলার প্রতি ইখলাস।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য।

২. আল্লাহ তাআলার সাথে সর্ম্পক:-

যখন তুমি তোমার এবং আল্লাহ তাআলার মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করবে তখন আল্লাহ তাআলা তোমার ও মানুষদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে দেবেন। তাই দায়ী ভাইয়ের জন্য আবশ্যক হল, আত্ম-সমালোচনার জন্য তার একটি জাদওয়াল বা কার্যতালিকা থাকা। যাতে সে সুনান, ক্বিয়ামুল লাইল, সদাক্বা ও অন্যান্য নেক আমলের প্রতি যত্নবান হতে স্বচেষ্ট হয়। এগুলোতো এমন আমল, হুরদের বর হতে আগ্রহী ও জান্নাতের তালাশকারী কখনই তা ছাড়তে পারে না।

৩. ইলম:-

ইলমের সর্বনিম্নপরিমাণ হল, যে বিষয়ে সে দওয়াত দিচ্ছে তার ইলম থাকা। দায়ী ভাইকে অবশ্যই তালিবুল ইলম হতে হবে অথবা খুব সামান্য পরিমাণ হলেও ইলম অন্বেষণ জারী রাখতে হবে।
প্রিয় ভাই! তুমি মনে রাখবে, একটি মাত্র সংশয় একজন ব্যক্তিকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারে।
তবে ভাই অনুরোধ! এমনটি বলিও না, আমি তো আলেম নই। তাই কাউকে কখনই দাওয়াত দেব না। তাহলে এটাই তোমার ব্যর্থতার কারণ হবে। তুমি সব সময় দরস ও বয়ান সমূহ প্রচার করতে থাক। প্রকাশনাগুলো হাদিয়া দাও। অন্যান্য ভাইদের সাথে দাওয়াতে অংশগ্রহন কর।

৪. তাজবীদ জানা থাকা :-

প্রত্যেক মুমিনের জন্য তো এতটুকু কুরআন সহীহ থাকা আবশ্যক যে পরিমাণ নামাযে তিলাওয়াত করতে হয়। কিন্তু একজন দায়ীর জন্য এতটুকু যথেষ্ট নয়। কেননা যে কুরআনের আলোয় সে নিজ জীবনকে আলোকিত করবে। যার দিকে সে মানুষকে আহ্বান করবে সে কুরআনই যদি তিলাওয়াত করতে না পারে তাহলে এর চেয়ে দু:খ জনক বিষয় আর কি হতে পারে।

৫. মাদয়ূর ব্যক্তিগত বৈশিষ্টাবলী জানাথাকা :-

স্মরণ রাখবে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু ভাল ও কিছু মন্দ গুণাবলী রয়েছে। এখন তোমার নিকট কাম্য হল-

এক. তুমি তার ভাল গুণাবলী খুজে বের করবে এবং সেগুলোকে আরো উত্তম ও সুন্দর করার চেষ্টা করবে।

দুই. মন্দ বিষয়গুলো জানবে এবং সেগুলো দূরীভূত করতে পরিকল্পনা তৈরী করবে।

৬. পর্যায়ক্রমে দাওয়াত প্রদান করা :-

দায়ীর উপর আবশ্যক হল, সে যেন শুরুতেই মাদয়ূর আমূল পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা না করে। কেননা এটি আল্লাহর সুন্নাত ও আম্বিয়া কেরামের মানহাজের বিপরীত। তবে এর অর্থ এই নয়, কিছু-কিছু ব্যক্তির মাঝে একবারেই পরিবর্তনের যোগ্যতা নেই। যদি কারো মধ্যে এই যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে যে, মনের মধ্যে কোন ধরনের ব্যতিক্রম প্রভাব পড়া ব্যতীত সে একবারেই পরিবর্তন হতে সক্ষম তাহলে তার ক্ষেত্রে শৈথিল্যতা বৈধ নয়।

আর যে ব্যক্তি পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন হবে তার দাওয়াতের ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে প্রধান্য দেয়া জরুরী। এটা এ কারণে যে কখনো কখনো দ্রুত পরিবর্তন তার মধ্যে ব্যতিক্রম প্রভাব ফেলে, অনেক সময় সে জাহিলিয়্যাতের দিকে পুনঃরায় ফিরে যায়।

৭. অব্যাহত ভাবে লেগে থাকা:-

আদ-দাওয়াতুল ফারদিয়্যাহতে অজস্র চেষ্টা ব্যয় করতে হয়। আর এক্ষেত্রে শর্ত হল অব্যাহত ভাবে লেগে থাকা। কেননা জীবনের পারিপার্শ্বিকতা অনেক সময়ই কঠিন হয়। আর মানুষ শয়তানের সংখ্যাও খুব একটা কম নয়। হয়ত তুমি তার মাঝে মূল্যবান কোন বীজ বপণ করলে অত:পর ক্ষণিক কালের জন্য

তাকে ছেড়ে দিলে, তাহলে হয়ত দেখতে পাবে, তার বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে, সঙ্কল্পে চিড় ধরেছে। তুমি দেখবে, সে জানে জিহাদ ফরজে আইন কিন্তু তা তার জীবনে কোনই পরিবর্তন সাধিত করে না!!!

সে কি ঐ ব্যক্তির সমান হতে পারে! যে ইদাদ ও জিহাদের জন্য দুয়ারে-দুয়ারে করাঘাত করেছে?!!

সে কি ঐ ব্যক্তির সমান হতে পারে! যে পারা-পারের প্রতিটি দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এই আকাংখায় যে, সে যেতে পারবে অথচ সে জানেনা কোন দিকে?!!

সে কি ঐ ব্যক্তির সমান হতে পারে! যে সবকিছু ত্যাগ করে চলে গেছে ইরাক বা আফগানে, ইয়ামান বা সিরিয়াতে শুধু মাত্র আল্লাহ তাআলার ক্ষমার আশায়?!! না! মহান রবের শপথ কখনই না!!!

৮. মাদ'য়ূর জন্য উত্তম পরিবেশের ব্যবস্থাকরা:-

প্রথমত: তাকে মন্দ পরিবেশ থেকে বের করে আনবে।

দ্বিতীয়ত: উত্তম পরিবেশের সন্ধান করা।

উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানী উন্নতী সাধন। সুতরাং এমন এক পরিবেশের প্রয়োজন যা উন্নতি সাধনে সহায়ক হয়। যদি উত্তম পরিবেশ না মেলে তাহলে চেষ্টা করবে যথা সম্ভব তার সময়গুলোকে ব্যস্ত রাখতে। তার জন্য একটি দৈনিক রুটিন তৈরী করবে। অন্তত দৈনিক যেন বয়ানগুলো শুনে। শিট, বই ও বয়ানই যেন হয় তার অবসরের সঙ্গী। তবে নি:সন্দেহ সৎ সঙ্গীই অধিক উপকারী ও উত্তম।

৯. অতীত কারণে খোঁটা না দেওয়া :-

অতীতের কারণে তাকে কখনই দোষারোপ করবে না। মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী স্মরণ রাখবে:-

"তোমরাও তো ইতিপূর্বে এমনই ছিলে; অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।" (সূরা নিসা:৯৪)

১০. দাওয়াতের পদ্ধতি ও পন্থার মাঝে শ্রেণী বিন্যাস:-

বারনামিজেতো এ বিষয় আলোচনা করা হবে আর অবশিষ্ঠগুলো তোমার কাঁধে অর্পিত থাকবে।

দা'য়ীকে যে সব বিষয়ে যত্নবান হতে হবে

১. **পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা :-** নিয়মিত মিসওয়াক করা। পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করা। গোঁফ, হাত-পায়ের নখ ছোট রাখা। চুল আঁচড়ানো।

২. **সুগন্ধি ব্যবহার করা:-** এমন আতর ব্যবহার করা যা স্বাভাবিক ভাবে মানুষ পছন্দ করে এবং তাদের কষ্টের কারণ না হয়।

৩. **কথা বলার সময় সুন্নাহ অনুসরণ করা :-** শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করা। সাথী যদি একই অঞ্চলের না হয় তাহলে আঞ্চলিকতা পূর্ণ রূপে পরিহার করা। মুখে মুচকি হাসি থাকা। কথা খুব দ্রুত গতিতে না বলা। স্বর এত উঁচু না হওয়া যা বিরক্তির কারণ হয় অথবা এতো নিচুও না হওয়া যা বুঝতে কষ্ট হয়। কথা শেষ হবার পূর্বেই কথা শুরু না করা। মনোযোগ দিয়ে ও গুরুত্ব সহকারে কথা শ্রবণ করা, এমন ভাব না দেখানো যে তা গুরুত্বহীন বা এসব আমি পূর্ব থেকেই জানি।

৪. **মাদয়ূকে প্রাধান্য দেয়া :-** সব কিছুতে মাদয়ূকেই প্রধান্য দেয়া। যেমন: আগে আগে সালাম দেয়া। এক সাথে বসলে তাকে ফ্যানের নিচে বসতে দেয়া। খাবারের প্লেট তার সামনে আগে রাখা। যানবাহনে উঠলে তাকেই আগে বসতে দেয়া ও ভাল সিটটি দেয়া। আন্তরিক ভাবে ভাড়াটি নিজেই দেয়ার চেষ্টা করা, ইত্যাদি। তবে সাবধান! অতি বিনয়ী হওয়ার কারণে যাতে নিজ ব্যক্তিত্ব ক্ষুন্ন না হয়।

৫. **পরামর্শ করা :-** পার্থিব ও দ্বীনী নানা বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করা। যেমন: আগামি সপ্তাহে জুম্মার নামায কোথায় পড়তে পারি? এই বইটি কিনতে চাচ্ছি কেমন হয়? ইত্যাদী।

৬. **ওয়াদা ঠিক রাখা :-** কোন ওয়াদা করলে তা পূর্ণ করা। বিশেষ করে সময়ের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। কোন ওয়াদা করে পূর্ণ করতে না পারলে অথবা ওয়াদাকৃত সময়ের সামান্য ব্যতিক্রম ঘটলে ক্ষমা চেয়ে নেয়া।

৭. **তর্কে না জড়ানো :-** কখনই মাদয়ূর সাথে তর্কে না জড়ান। এবং নিজের মতকে তার উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা না করা যদিও তা সঠিক হয়। বরং ধৈর্য ধারণ করা এবং ধীর গতিতে সামনে বাড়া। শুধুমাত্র অযথা তর্কের কারণে কত দাওয়াত যে নষ্ট হয়েছে!?

৮. **নিজ ব্যক্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখা :-** এমন কাজ না করা যার দ্বারা নিজ ব্যক্তিত্বের ক্ষতি হয়। যেমন: অনর্থক কথা বলা। উচ্চ স্বরে হাসা। অতিরিক্ত কৌতুক করা। কথা প্রসঙ্গে বা দৃষ্টান্ত দেয়ার জন্যে অপছন্দনীয় (অশ্লীল) কোন শব্দ বা বাক্য মুখে আনা, ইত্যাদী।

৯. **দোষ উপেক্ষা করা :-** সব ধরণের দোষ শুরুতেই না ধরা। যদি তোমার সামনেই কোন দোষ করে ফেলে তাহলে উপেক্ষা করবে, বাহ্যিক ভাবে কোন গুরুত্ব দেবে না। পরে সময় সুযোগমত উত্তম ভাবে তাকে জানাবে। সবচেয়ে ভালো হয় তার মাঝে এমন পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করো যাতে বলার প্রয়োজন পড়ে না বরং নিজের থেকেই তা পরিহার করে।

১০.**অহেতুক সমালোচনা পরিহার করা :-** কোন ব্যক্তি বা দলের অহেতুক সমালোচনা না করা। এমন দোষ না বলা যা তাদের মাঝে নেই। তাদের ভালো দিকগুলো এড়িয়ে না যাওয়া বরং সেগুলোর প্রশংসা করা।

১১. **পার্থিব সাহায্য পরিহার করা :-** তার থেকে পার্থিব কোন কাজে সাহায্য গ্রহণ যথা সম্ভব পরিহার করা। তবে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করা এবং তার প্রয়োজন পূরণ করা।

১২. **হাদিয়া ও দাওয়াত দেয়া :-** সামর্থ অনুযায়ি তাকে বেশি বেশি হাদিয়া দিতে চেষ্টা করা। তা হতে পারে মিসওয়াক, আতর, কুরআন, কোন ইসলামী বই, ইত্যাদী। এবং মাঝে মাঝে তাকে ফলমুল, নাস্তা বা খাবারের দাওয়াত দেবে। তবে কখনই সামর্থ্যের বাইরে নয়।

১৩. **লৌকিকতা ত্যাগ করা :-** কোন বিষয়ে কৃত্রিমতা না করা বরং সব কিছুতে আন্তরিক থাকা। যেমন : সে তোমাকে কিছু হাদিয়া দিলো তুমি তা নিতেও আগ্রহী কিন্তু কৃত্রিম ভাবে না করে দিলে। তোমার উচিৎ হল, সুন্নাহ হিসাবে তা গ্রহণ করা অত:পর মন চাইলে এর চেয়ে ভালো কিছু তাকে হাদিয়া দেয়া।

তুমি একজন দায়ী আল্লাহর পথের একজন মুসাফির। উপরোক্ত বিষয়গুলো তোমার চলার পথের পাথেয় হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমার গন্তব্য বেশি দূরে নয়। মনযিল অতিসন্নিকটে। তাই নিরবে একটু ভেবে দেখো, কোন উপকরণটি তোমার সাথে নেই, আর দেরি না করে সেটি এখনই সংগ্রহ করো।

কে হবেন মাদ'য়ু?

সৈনিক হওয়ার অযোগ্য কয়েকটি শ্রেণী

তুমি এমন ব্যক্তিকেই তোমার সফর সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করবে যে শেষ মানঝিল পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হবে। এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করবেনা যে ততদিন তোমার সঙ্গ দেবে যতদিন পথ মসরিন রবে। আর দুর্গম হলে হোঁচট খাবে।

কিছু মানুষ আছে তারা দ্বীনের সৈনিক হবে এমনটি আশা করা দুষ্কর। তুমি তোমার মূল্যবান সময় তাদের পেছনে নষ্ট করবে না। চাই তারা তালিবুল ইলম হোক অথবা সামরিক বাহিনীর সদস্য ও যুদ্ধ কৌশলে পারদর্শী হোক।

১. ভীরু :-

ভীরুর লক্ষণ :- রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করতে ভয় পাবে (উদাহারণ স্বরুপ) | দেয়ালের ঐ পাশে চলুন"এ ধরনের কথা বার-বার বলবে। ব্যাপকভাবে মুরতাদদেরকে ভয় পাবে। সে মুরতাদদের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও প্রস্তুত থাকবে (তার ধারনা অনুযায়ি) এটি সবসময় তার কাজে আসে এবং এর ফলে সে পূর্ণ নিরাপদে থাকে। সে ইসলামপন্থিদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডই অপছন্দ করবে। অথচ তার বিশ্বাস হল এগুলো কখন কখন সহীহ্ও হয়ে থাকে।এই যার অবস্থা তার পক্ষে কিভাবে সম্ভব সে একদিন তাওয়াগিতদের মসনদে কম্পন তুলবে!!!

২. বাচাল :-

বাচালের লক্ষণ:- শুধুমাত্র কথা বলার জন্যই কথা বলে। "আমি এটা চিনি। আমি এ দলের এই বিষয়টি পছন্দ করি। আর ঐ দলের ঐ বিষয়টি অপছন্দ করি" |এ ধরনের কথা বার-বার বলে। সব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে। এমন বিষয়ে জানতে চাবে যা এই মূহুর্তে জানা তার জন্য আবশ্যক নয়।

৩. জিহাদ বিরোধী চিন্তা-চেতনার অধিকারী :-

এরা হল :- মুরজিয়া, জাহমিয়্যা, মাদখালিয়্যাহ্ এবং যারা মুজাহিদদেরকে তিরষ্কার করে, তাদের দোষ তালাশ করে ও বদনাম রটায়। আমি চরম আশ্চর্যবোধ করি যখন দেখি কোন ভাই একটা মুরজিয়ার সাথে তর্ক করছে, তার সাথে কথা বলছে। আমি তাকে বলি, তার থেকে তুমি কী আশা কর? তার পেছনে তোমার সময় কেন নষ্ট করছ?!! তুমি কি জাননা .....? সুতরাং মেনে চল |

হে ভাই,

তোমার জীবনটি এমন কাজে বিনষ্ট কর না যা তোমার কোন কাজেই আসবে না। তোমার জীবনটি যদি এদের সাথে তর্ক করেই কাটিয়ে দাও তাহলে কখন তোমার সারিয়্যা পরিচালিত হবে? কখন তুমি প্রস্তুতি গ্রহণ করবে? আর কখনইবা তওয়াগীতদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে?!!!

জেনে রেখো, এটা এমন এক শ্রেণী যা কখনই সংশোধন হবে না। সুতরাং তাকে সৈনিক বানানোর আকাশ কুসুম কল্পনা ত্যাগ করো, এখনেই ত্যাগ কর।

৪. কৃপণ:

নি:সন্দেহ কৃপণতার রয়েছে নানা স্তর। তবে তোমার বুঝে রাখা উচিৎ এই বৈশিষ্ট্যটি একটি ঘাতক। আমাদের চাহিদা হল- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে শুধু মাল নয়, ভাই নিজ জান পর্যন্ত কোরবান করবে।

৫. ঘরকোণে

লক্ষণ:- সে নিজের মতো থাকে। সংঘটিত নানা বিষয়ে তার নির্দিষ্ট কোন মতামত পাওয়া যায় না। সাথী-সঙ্গী নাই বললেই চলে। তার জীবনটি হল, প্রথা মাফিক একঘেয়ে একটি জীবন। অভ্যাসগত ভাবেই সে কোন বিষয়ের মূলনীতি সহ আত্বস্থ করতে সক্ষম হয়না। যদি কোন বিষয় ছুটে যায় তার মাঝে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। যেন তার অনুভূতি শক্তি নিষ্প্রাণ।এই শ্রেণীটিও তোমার সাথে কাজ করার যোগ্য নয় তাই তার পিছনে সময় নষ্ট করবে না।

সৈনিক হওয়ার অধিকতর যোগ্য কয়েকটি শ্রেণী

১. ধার্মিক নয় এমন মুসলিম :-

উম্মাহর এই অংশটিই আমার কাছে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। এটা একারণে তুমি নিজেই তোমার লক্ষ্য স্থির করবে, নির্বাচন করবে কে হবে তোমার এই সফর সঙ্গি? উম্মাহর এই শ্রেণীর সংখ্যা অগণিত, বিশেষ করে যুবকদের সংখ্যা। আর মানুষদের মধ্যে সর্বাধিক নিরাপদ হল এই যুবকরাই (আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা)। তবে শঙ্কা অবশ্যই বিদ্যমান।

২. নতুন দ্বীনদার:-

আমার ভাই, তুমি মনে রাখবে, নতুন দ্বীনদার যুবক, কেন দ্বীনদার হল? কেনইবা নিজ কু-প্রবৃত্তিকে দমন করল? কে তাকে আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরতে আহ্বান জানাল? উত্তর হল, শুধুমাত্র দ্বীনের ভালবাস। নুতন দ্বীনদার ব্যক্তি (যে কোন নির্দিষ্ট দলের সাথে সম্পর্ক রাখে না) অনেক সময়ই একজন সৎ ব্যক্তির সংশ্রব তালাশ করে। যে তাকে দ্বীনের পথে সাহায্য করবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই সংশ্রবই তার পরবর্তী মানহাজ নির্ধারণ করে।

তোমার উপকারার্থে একটি কথা বলছি, সবচেয়ে কোমল হৃদয়ের মানুষ হচ্ছে নতুন দ্বীনদারগণ। সুতরাং তুমি যদি তাকে আল্লাহর সৈনিক না বানাতে ইচ্ছা কর, তাহলে কমপক্ষে তার কোমল হৃদয় থেকে একটু উপকার লাভের চেষ্টা কর।

৩. সাধারণ দ্বীনদার :-

যে দ্বীনদারের মাঝে উপরক্ত পাঁচটি প্রতিবন্ধকতার কোন একটি পাওয়া না যাবে সেই সৈনিক হবার যোগ্য|

(ভীরু, বাচাল, বিরোধী মনোভাব পোষণকারী,বখীল, ঘরকোণে)| সবচেয়ে উত্তম দ্বীনদার হল ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাদের মাঝে মুমিনদের সকল গুণাবলী বিদ্যমান আছে তবে শুধু দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেই ঘাটতি রয়েছে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র :-

বিশ্ববিদ্যালয় হল তোমার সামনে বন্ধ একটি বক্স, যা চার পাঁচ অথবা ছয় বছর ধরে নওজোয়ান দ্বারা পূর্ণ হচ্ছে...! তবে জাসূসদের থেকে সাবধান।

৫. মাদ্রাসার তালিবুল ইলম :-

স্মরণ রাখবে মাদ্রাসাগুলো হল এ দেশের জিহাদের দূর্গ। সাধারণত মাদ্রসার অধিকাংশ ছাত্রই জিহাদী প্রেরণা বুকে লালন করে। আল-কায়েদা-তালিবানকে ভালোবাসে। তবে তারা মুজাহিদদের আকীদা ও মানহাজ সর্ম্পকে ততটা জানে না তাই এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখবে বিশেষ করে হাকিমিয়্যার বিষয়টি।

যার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেবে:-

যে কোন ফেরকার সাথে ওতপ্রোতভাবে ভাবে জড়িত নয়। যেমন:তাবলীগ, চরমোনাই, কোন ইসলামী রাজনৈতিক দল।

যার বয়স ১৪-১৮ বছর।

যে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান, ছাত্র হিসাবে ভালো।

যার মন-মানষিকতা, চিন্তা-চেতনা ও রুচী উন্নত।

তবে পূর্বোক্ত পাঁচটি মরণব্যাধি না থাকার বিষয়টি ভালোভাবে নিশ্চিত করবে।

৬. অন্যান্য জিহাদী সংগঠনগুলোর সদস্য :-

আলহামদুল্লিাহ! এ দেশে একাধিক জিহাদী সংগঠন কাজ করেছে। তাদের অনেক সদস্য আমাদের চারপাশে বিদ্যমান আছে। তাদের মধ্য থেকে যারা আজ নেতৃত্বশুণ্য, সঠিক পথ না পাবার ফলে দিশেহারা। কেউ কেউ বা নিজ উদ্দ্যোগে সাধ্য অনুযায়ী প্রচেষ্টা ব্যয় করে যাচ্ছে। তুমি যদি সঠিক মানহাজ তাদের সামনে তুলে ধরতে পারো এবং তাকে বোঝাতে সক্ষম হও তাহলে ইনশাআল্লাহ সে তোমার দাওয়াত গ্রহণে পিছপা হবে না।

৭. শহর থেকে দূরে অবস্থানকারী যুবক:-

হয়ত সে দ্বীনদারও হতে পারে অথবা অজ্ঞও হতে পারে। যদি তার মাঝে অনেক ত্রুটি দেখতে পাও তাহলে তাকে এড়িয়ে চলবে। আর যদি তার মাঝে নানা গুরত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সুপ্ত থাকে তাহলে তাকে আপন করে নেবে।

তাকে এই ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেয়া হবে:- তার পরিবেশটি নিরাপদ। সেখানের লোকেরা স্বভাবগত ভাবেই দ্বীনদার। তাকে গঠন করা ও তৃপ্ত করা অতি সহজ।

৮. সাধারণ ইসলমী দলগুলোর সদস্য:-

যেমন: তাবলীগ জামাত, জামাতে ইসলাম, হিযবুত তাহরীর ও অন্যান্য দলের সদস্যবৃন্দ। কেননা তাদের মাঝে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অনেক সময় তাদের কারো সাথে তোমার ভাল সম্পর্ক থাকতে পারে, তুমি তাকে দাওয়াত দিতে চেষ্টা করবে। স্বভাবতই এখানে উদ্দেশ্য হল, তাদের নতুন অথবা নিচের স্তরের সদস্যবর্গ, আধ্যাত্মিক গুরুরা নয়; যারা বছরের পর বছর ধরে একটি নির্দিষ্ট চিন্তা-ধারা পান করে এসেছে। ফলে সত্য তাদের থেকে অস্ত গিয়েছে।

৯. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র :-

যাদের বয়স পনের বছরের উপরে। তুমি তাদের মাঝে চিন্তার বীজ বুনতে চেষ্টা করবে। যদি তোমার মনে প্রশ্ন জাগে, ছোট ছোট ছাত্ররা কী করতে পারবে? তাহলে আমি বলি শোন, তারা তাই করবে যা করেছিল মা'আয ও মু'য়াউওয (রাদিঃ)। যারা আজকে ছোট আগামিতে তো তারাই বড় হবে। যদি তুমি তাদেরকে দাওয়াত না দাও অন্য কেউতো দেবেই। তবে তাড়াহুড়া করবে না। তাড়াহুড়া করে দাওয়াত দেয়ার ফলে আমাদের উদ্দেশিত বিষয়গুলো ধ্বংষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছার সমূহ সম্ভবনা রয়েছে।

যার ভিত্তিতে সে অগ্রাধিকার পাবে:-

প্রথমত. ব্রেন পরিষ্কার থাকা।

দ্বিতীয়ত. বিষয়বস্তু গোপনে রাখা। বিশেষ করে আদ-দা'ওয়াতুল ফারদিয়্যাহর স্তরগুলো অতিক্রম করার পর।

সর্বশেষ কথা হল, পূর্বে উল্লেখিত ত্রুটিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে এড়িয়ে চলবে। এবং সতর্কতা অবলম্বন করবে।

যে মৌলিক বিষয়গুলো আলোচনা করা হল এবং সামনে যেগুলো আলোচনা করা হবে সবগুলোর উপর আমল করবে। সর্তকতা যেন তোমার নিত্য দিনের সঙ্গি হয়। আশা করি আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন। যদি তিনি তোমার মাঝে আন্তরিকতা দেখতে পান তাহলে হয়ত তোমার জন্য উত্তম সহচার্য দান করবেন।

বারনামিজ বাস্তবায়নের ব্যাপারে সামগ্রিক পর্যালোচনা

মারহালার শুরুতে যা জানা আবশ্যক

- প্রত্যেক নির্দিষ্ট স্তরের জন্য নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা হয়েছে। এটি সম্ভব্য সময়। মাদ'য়ূর (যাকে দাওয়াত দেয়া হবে) অবস্থা ভেদে এক্ষেত্রে তুমি কম বেশিও করতে পারবে। মূল উদ্দেশ্য হল, উক্ত স্তরের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা। নির্দিষ্ট সময়টুকু শেষ করা নয়।
- এই ধারাবাহিক কার্যপ্রণালীটি মূলত যারা ধার্মিক নয় তাদের প্রতি লক্ষ করে হয়েছে। কিন্তু যে ধার্মিক, সে যাতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর এমনভাবে অতিক্রম করে তুমি তার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারো। এরপর 'ঈমান জাগ্রতকরণ' স্তরটি অন্য স্তরগুলোর চেয়ে দ্রুত অতিক্রম করবে। সাথে-সাথে এটিও স্মরণ রাখবে এটি এমন এক স্তর যা শেষ হবার নয়। তাই এটার ব্যাপারে খুব-খুব যতœবান হবে। কেননা এটি থেকেই আমরা ফলবান হব।
- পরিপূর্ণ ইসলামী জিহাদী তরবিয়াত (দিক্ষা) কখনই শেষ হয় না। মাদ'য়ূ নিজ চিন্তা-ধারায় প্রশান্তি লাভ করার দ্বারও নয়। মৌলিক কাজ শুরু করার দ্বারাও নয়। বরং এটি ঐ ভাইয়ের জন্য সারা জীবনের পাথেয় (যদি আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেন)।
- হে প্রিয় ভাই ! তুমি স্মরণ রেখ- এই বারনামিজ (কার্যপ্রণালী) অথবা দাওরাহর (কোর্সের) উদ্দেশ্য হল, মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। সত্য পথ প্রদর্শন করা। তাই তুমি একজন ব্যক্তির হাত ধরবে আর তাকে আঁধার হতে আলোর পথ প্রর্দশন করবে। আম্বিয়া ও রসূলগণের মিশনকে নিজ জীবনের পাথেয় হিসাবে রাখবে। নি:সন্দেহ এটি তোমার জন্য লালা উটের চেয়েও উত্তম। নিশ্চিত এতে তুমি আল্লাহর পথে এক ধাপ এগিয়ে যাবে। কেননা জিহাদ ফরয বিধান হওয়ার পাশা-পাশি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি অনেক বড় দয়া ও অনুগ্রহ। হয়ত দাওয়াতই তোমার জন্য আল্লাহর তা'আলার নিকট কবূলের দ্বার উন্মচিত করবে। তিনি তোমার জন্য তাঁর সন্তুষ্টিরসর্বোচ্চ মাধ্যম অর্থাৎ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহকে সহজ করে দিবেন।

মারহালা চলাকালীন সময়ে যা স্মরণ রাখতে হবে

- ভাই ! তোমার জন্য আমার উপদেশ হল- কাজ আরম্ভ করার পূর্বেই সম্পূর্ণ বারনামিজটি একবার পড়ে নেবে৷ এতে তোমার খুব বেশি সময় খরচ হবেনা৷ তুমি এর দ্বারা বারনামিজ সর্ম্পকে এবং নিজ কর্মপদ্ধতি সর্ম্পকে একটি সামগ্রিক ধারণা লাভ করবে৷ হতেপারে শুরুতেই শেষের বিষয়াদি থেকে লাভবান হবে৷ অথবা জানতে পারবে, যে পদক্ষেপটি তুমি এখনেই গ্রহণ করছ তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে অথবা তা দ্রুত হয়ে যাচ্ছে বা এটি তোমার সামগ্রিক কাজের ফল বিনষ্ট করে ফেলবে (যা অনেক সময়েই হয়ে থাকে)।
- প্রতেকটি স্তর শুরু করার পূর্বে ঐ স্তরের জরিপটি ভালভাবে পড়ে নিবে৷ যাতে স্তরটির উদ্দেশ্য সর্ম্পকে অবগত হতেপার৷ ফলাফলে সবচেয়ে ভাল নম্বার অর্জন করা ছাড়া এক স্তর থেকে অন্য স্তরে প্রবেশ করবেনা৷
- মাদ‘য়ূর (যাকে দাওয়াত দেয়া হবে তার) নানা ধরনের কাজের সমালোচনা করা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে৷
- যে কোন সহযোগিতার কারণে তুমি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তা যতো সামান্য সহযোগীতাই হোক না কেন৷
- তার চিন্তাধারা ও পরিকল্পনাকে নিরর্থক ও বাজে বলা থেকে বিরত থাকবে।বরং তাকে তার মত ছেড়ে দাও, সে তার মতামত ব্যক্ত করুক, তোমার সাথে দ্বিমত পোষণ করুক, তোমার মতামত প্রত্যাখ্যান করুক৷ তুমি উদারচিত্তে সে গুলো গ্রহণ করবে৷ মনে রাখবে, এটাই ইসলামের মানহাজ৷
- নিজের পক্ষ থেকে তার উপর কোন পদ্ধতি চাপিয়ে দেয়া থেকে বেঁচে থাকবে৷ বরং তার ব্যক্তিগত স্বভাব, বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রতার প্রতি যত্নবান হবে৷

- তাকে তার সমাজ ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করবে না। বরং তুমি আন্তরিক ভাবে লক্ষ্য রাখবে, যাতে সে নিজের প্রতি নিবিষ্ট হয়। দৃঢ় ঈমান ও আক্বীদা দ্বারা পরিতৃপ্ত থাকে। আমল দ্বারা আলোকিত হৃদয় লাভ করে। সমগ্র মানব জাতির মঙ্গল ও কল্যাণকামী হয়।
- তার ব্যক্তিগত বিষয়ে অনুপ্রবেশ করবে না। এতে তোমার সাথে তার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে। সে তোমাকে ভালোবাসবে। আল্লাহর ইচ্ছায় এর দ্বারা দাওয়াতের ক্ষেত্রে অত্যাধিক প্রভাব ফেলতে পারবে।
- তার সাথে একটু বেশি-বেশি সময় কাটাবে, যাতে তার বৈশিষ্ট্যগুলো ভালভাবে বুঝতে পারো।
- অন্য কাদের সাথে তার সর্ম্পক সে ব্যাপারে সজাগ থাকবে, যাতে তার ব্যক্তিত্ব ও আকর্ষণ সর্ম্পকে জানতে পারো।
- তাকে সবধরণের সাহায্য-সহযোগী করতে সদা সচেষ্ট থাকবে।

যে সব বিষয়ে যত্নবান হবে :-

১. তুমি লক্ষ্য রাখবে, তার ব্যক্তিত্ব যেন মিলিয়ে না যায়। ফলে সে, সব বিষয়ে তোমারই অনুসরণ করে এবং তোমাকেই নিজের জন্য একমাত্র উৎকৃষ্ট মডেল মনে করে। এমনটি হলে তুমি কখনই সফল হতে পারবে না এবং এই বারনামিজের উদ্দেশ্য কখনই অর্জিত হবে না।

এর সমাধান হল :- দুজনের মাঝে দুটি বিষয়ের যে কোন একটি বিদ্যমান থাকতে হবে --

প্রথম. সে স্বাতন্ত্র্য মতামত প্রকাশের যোগ্য হবে। আর সেটি প্রকাশ পাবে যখন দুজন একই সাথে কোন একটি বিষয়ে ফিকির করবে।

দ্বিতীয়. সে তোমার সাথে দ্বীমত প্রকাশ করবে, তোমার মতামত প্রত্যাখ্যান করবে এবং তোমার মতের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করবে। এটিই প্রমাণ বহন করে সে স্বতন্ত্র মতামত ও প্রস্তাব প্রকাশের যোগ্য।

২.	প্রথম দিকেই মুসলিম উম্মাহর উদ্বেগের বিষয়গুলো আলোচনা করা থেকে বিরত থাকবে৷ যাতে প্রকাশ না পেয়ে যায়, এটি তাকে সৈনিক বানানোর প্রচেষ্টা৷ সে মনে-মনে বলবে, ‘‘এ কারণেই তুমি আমার সাথে এত কিছু করছ’’বা এ ধরনের অন্য কিছু ভাববে। তুমি তাড়াহুড়া কর না, কেননা নতুন-নতুন অনেক বিষয় রয়েছে, একটু পরেই ঐ প্রসঙ্গগুলো আসবে যেগুলোর ব্যাপারে তুমি তোমার ইচ্ছামত আলোচনা করবে৷

৩. তুমি জীবনে একজন দায়ী হতে স্বচেষ্ট থাকবে৷ সকল মানুষকে দাওয়াত দিবে৷ কাউকে সলাতের দিকে কাউকে ক্বিয়ামুল লাইলের দিকে আর কাউকে বা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর দিকে, প্রত্যেককেই তার অবস্থার চাহিদা অনুযায়ি৷ যাতে দা‘য়ী ভাল কাজসমূহে অভ্যস্ত হয়ে যায়৷ আল্লাহ তা‘আলা তার হাতে বিজয় দান করেন৷ আর যাতে মাদ‘য়ূ সন্দেহ পোষণ না করে, সে নিজেকে নিজে প্রশ্ন না করে-‘‘কেন সে শুধুমাত্র আমাকেই নির্বাচন করল’’ অথবা ‘‘সে তো অন্য কারো ব্যাপারে এত গুরুত্ব দেয় না অথচ আমার বিষয়েকেন এত গুরুত্ব প্রকাশ করে’’।

৪.	স্মরণ রাখবে, প্রথম স্তরে আল-কায়েদা, তালেবান অথবা অন্য কোন নির্দিষ্ট সংগঠনের ব্যাপারে আলোচনা করবে না৷ তবে সামগ্রিকভাবে মুজাহিদীন ও প্রতিরোধ যোদ্ধাদের আলোচনা করবে৷ এটা এ কারণে যে, হতেপারে মাদ‘য়ূ মুজাহিদিনদেরকে ভালবাসে কিন্তু আর্ন্তজাতিক প্রপাগান্ডার কারণেআল-কা‘য়েদার’ ব্যাপারে তার ধারণা স্বচ্ছ নয়৷

৫.	সর্বশেষ তুমি যে বিষয়টিতে যত্নবান হবে, এই স্তরগুলোতে তুমি তোমার কোন ভাইকে (অর্থাৎ যারা এই ফিকির ধারণ করে তাকে) তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে না৷ যদি পরিচয় করানো একান্ত আবশ্যক হয়, তাহলে স্বাভাবিক ভাবে পরিচয় দেবে যে, তারা তোমার দ্বীনী ভাই৷

ধারাবাহিক কর্মসূচী শুরুর পূর্ব মূহুর্ত

এখন ধারাবাহিক কর্মসূচী ও দাওয়াতের মারহালাগুলোতে প্রবেশের পূর্বে এসো আমরা একসাথে মিলে কিছু কাজ করি। তুমি যাও এবং একটি কলম ও পেজ নিয়ে এসো। অত:পর মনোযোগ সহকারে বসে, ঐ ব্যক্তিদের নাম স্মরণ করো যাদেরকে পূর্বে দাওয়াত দিয়েছিলে, তাদের মধ্যে কে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছিল? আর কে দেয়নি? কেন অমূক ভাই ইতিবাচক সাড়া দিয়েছিলো আর আর অমূক ভাই দেয়নি? অত:পর স্মরণ কর,

- কিভাবে তুমি জিহাদী আকীদা ও মানহাজ বুঝলে?
- এটা কীভাবে ঘটেছে?
- এতে কতটুকু সময় ব্যয় হয়েছে?
- এই মতাদর্শ গ্রহণে কোন বিষয়গুলো তোমার জন্য সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করেছে?
- কোন ধরনের কাজ তোমাকে প্রভাবিত করেছে এবং এই মতাদর্শের ধারক বানিয়েছে?

উক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার মাধ্যমে তুমি মারহালাগুলো শুরুর পূর্বেই কয়েকটি উপকার লাভ করতে পারবে:-

প্রথমত:- তুমি বারনামিজের উপর আমলের ধরণ ও লাভ অনুধাবন করতে ও বুঝতে সক্ষম হবে।

দ্বিতীয়ত:- পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান তোমাকে নতুন নতুন সব বিষয়ে ভাবার এবং অভিনব সব পন্থা আবিষ্কারে চিন্তা করার সুযোগ দেবে। আর এটি হবে তোমার পূর্ব-অর্জিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

প্রথম মারহালাহ

পরিচয় ও নির্বাচন

পরিচয় ও নির্বাচন

ভাল ভাবে চারপাশে লক্ষ্য করো। হয়ত তাদের মাঝেই রয়েছে একজন মুজাহিদ। একজন আল্লাহর সৈনিক। তুমি তার থেকে উদাসীন হয়ে আছো। সব মানুষের ব্যাপারে ফিকির কর। তাদের মাঝে মুজাহিদ তালাশ কর। এখন তুমি তোমার অতি-পরিচিত ব্যক্তিদেরকে ভাগ করে ফেল। এমন ব্যক্তি যাদের মাঝে পূর্বোক্ত ঘাতক পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নেই। অত:পর তাদের ব্যাপারে নিম্নের উক্ত তথ্যগুলো লিখে ফেল-

নাম	ঠিকানা	ফোন নম্বর	কাজ	বৈশিষ্ট্য
১।				
২।				
৩।				
৪।				
৫।				
৬।				

স্বাভাবিক ভাবেই হয়ত তুমি এখন প্রশ্ন করবে :- কিসের ভিত্তিতে আমি তাদেরকে ভাগ করব?

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি আমাদের সমাজের কয়েক শ্রেণীর ব্যক্তি অনেক সময়ই আল্লাহর ইচ্ছায় সৈনিকে হওয়ার যোগ্য হয়ে থাকেন। এখানে আমরা আরো কিছু মূলনীতি উল্লেখ করছি যার উপর ভিত্তি করেই তুমি এমন ব্যক্তিদেরকে নির্বাচন করবে যারা সৈনিক তৈরীর এ কর্মসূচীর অওতায় আসবে।

সাথী নির্বাচনের মূল ভিত্তি-

1. **মৌলিক চরিত্র:**

সাহসী, স্বচ্ছ, উদার হওয়া। স্পষ্ট ভাষী হওয়া, অধিক কথা পছন্দ না করা। সহযোগীতা পরায়ন হৃদয়ের অধিকারী হওয়া ও দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতা থাকা। সত্যবাদী হওয়া।......এধরনেরমৌলিক নানা গুণাবলী, সমাজের অনেকের মাঝে বিদ্যমান আছে।

2. **ইসলামী চরিত্র:**

ইবাদাতে মনযোগী হওয়া। আল্লাহ ভীতি থাকা। ধার্মিক হওয়া, ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দলোন ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে ঘাটতি না থাকা। কখনো কখনো সে ভীতু বাচাল ও ঘরকোণে হয়ে থাকে। এগুলো ভয়ঙ্কর বেশিষ্ট্য যার ব্যাপারে পূর্বেই সাবধান করা হয়েছে।

3. **স্বাতন্ত্র্যতা :-**

সমাজে তার কথা মান্য করা হয়। সে কোন প্রভাবশালী দলের পরিচালক। বিরোধী চিন্তা-ধারা মুক্ত। তার মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলী বিদ্যমাণ আছে, ইত্যাদী।

4. **নিকটবর্তিতাঃ**

সে তোমার মনের কাছের মানুষ ও পুরাতন বন্ধু তবে দ্বীনদার নয়। অথবা সে তোমার সম বয়সের (এ অগ্রাধিকার পাবে তোমাদের মাঝে সম্পর্ক তৈরী সহজ হবার কারণে)। বা সে তোমার আবাস স্থলের কাছে থাকে (আর এ অগ্রাধীকার পাবে, তার থেকে শঙ্কা কম হওয়ার কারণে)।

5. **স্থিরতা :-**

পারিবারিক সম্পর্ক অটুট থাকা। আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকা। যদি স্থিরতা নাও থাকে কিন্তু তাকে সৈনিক বানানো সম্ভবপর হয় তাহলে কোন সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ।

এখন তোমার অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করবে এবং 'সৈনিক তৈরীর কর্মসূচী'শুরু করতে দুজন উত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচন করবে ইনশাআল্লাহ্।

নম্বর ১-৩, ১ অল্প, ২ মধ্যম, ৩ ভাল।

নাম	মৌলিক চরিত্র	ইসলামী চরিত্র	স্বাতন্ত্র্যতা	নিকটবর্তিতা	স্থিরতা
১।					
২।					
৩।					
৪।					
৫।					
৬।					

##পরিক্ষা নিরিক্ষার পর শুধুমাত্র দুজনকে নির্ধারণ করবে।

প্রথম মারহালাতে সফলতার জরিপ:-

প্রশ্ন	না 1	হ্যাঁ 2
১. নির্ধারিত সাথীর ব্যাপারে কি তোমার সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পেয়েছে?		
২.নির্ধারণের পূর্বে তুমি কি কারো সাথে পরামর্শ বা ইস্তেখারা করেছো?		
৩.(ভিরু, কৃপণ, বাচাল, বিরোধী চিন্তাধারা পোষণকারী, ঘরকোণে।)		

বি.দ্র. যদি পাঁচটির কোন একটি বৈশিষ্ট্য তার মাঝে বিদ্যমান থাকে তাহলে পুণরায় নির্বাচন করো। কেননা এগুলোর কোন একটাই ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট।

** ইনশাআল্লাহ জরিপে সফল হলে আমারা পরবর্তি মারহালাতে গমন করবো।

দ্বিতীয়মারহালা

ঘনিষ্ঠতা

দ্বিতীয় স্তর:- ঘনিষ্ঠতা

সময়:- প্রায় তিন সপ্তাহ

দ্বিতীয় স্তর তথা ঘনিষ্টতার স্তরে আলোচিত হবে দুটি বিষয়:-

এক. দৈনিক কিছু কাজের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা তৈরী।

দুই. সাপ্তাহিক কিছু কাজের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা তৈরী।

দৈনিক কাজের দৃষ্টান্ত:-

১. কোন কর্মক্ষেত্রে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সাথে থাকা। ফলে প্রতিদিন একসাথে সেখানে যাবে। অথবা প্রতিদিন নির্দিষ্ট কোন মসজিদে এক সাথে নামাজ আদায় করবে।

২. প্রতিদিন তার কাছে দোয়া চাবে এবং তার জন্য দোয়া করবে।

৩. দৈনিক তার সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করবে। অথবা সুন্দর কোন দাওয়াতি চিঠি ম্যাসেজ করে পাঠাবে।

সাপ্তাহিক কাজের দৃষ্টান্ত :-

১. তার সাথে বাসায় সাক্ষাৎ করতে যাবে। তার অবস্থা জানতে এবং আশ্বস্ত হতে অথবা অন্য যে কোন কারণে।

২. সপ্তাহে তার যে কোন একটি প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করবে।

৩. তুমি তার প্রতি অনুগ্রহ করবে যদিও সে তোমাকে কষ্ট দেয়। কেননা অনুগ্রহকারীর প্রতি হৃদয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

৪. তুমি মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনবে এবং চুপ থাকবে। যাতে ভালোভাবে তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারো।

৫. তার আনন্দ-বেদনায় সঙ্গ দেবে।

(নিম্নোক্ত দু'টি কাজ খুব বেশি করবে কেননা এর প্রতিক্রিয়া আমি নিজেই অবলোকন করেছি)

১. তুমি তাকে দুপুরের খাবার অথবা সকালের নাস্তার দাওয়াত দেবে। আল্লাহর শপথ এটি এমন এক কার্যকারী পদক্ষেপ যা তোমাদের মধ্যকার সকল ব্যবধান দূর করবে। তোমাদের পরষ্পরকে ঘনিষ্ট করে তুলবে।

২. তাকে যে কোন একটি জিনিস হাদিয়া দেবে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :- একে অপরকে হাদিয়া দাও তাহলে পরষ্পর ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।

এই স্তরের বৈশিষ্ট্যঃ

এই স্তরে তুমি তার সাথে দ্বীনী বিষয়ে আলোচনা শুরু করবে। সম্ভবত ইতিপূর্বেই তার সাথে দ্বীনী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বিশেষ করে সে যখন জানতে পেরেছে, তুমি একজন ধার্মিক ব্যক্তি। এই মারহালায় তুমি যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবে সেগুলোকে আমরা "উমূরুত তাখলিয়াহ" (পরিশুদ্ধ কারি বিষয়) বলে সম্বধন করব। অর্থাৎ তুমি তার কতিপয় নেতিবাচক বিষয়কে পরিশুদ্ধ করতে ও ইবাদাতকে তার কাছে প্রিয় করে তুলতে চেষ্টা করবে। তাকে নামাজের প্রতি যত্নবান করে তুলবে। এর বেশি কখোনোই নয়। যাতে তার জন্য বোঝা না হয়ে যায়। তাড়াহুড়া করার প্রয়োজন নেই। তার গ্রহণ করার উপর ভিত্তি করেই যত দ্রুত সম্ভব সে নিম্নোক্ত মারহালায় প্রত্যাবর্তন করবে।

এই মারহালার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ :-

কাজটি হল- তুমি জানবে, তার মনোযোগ কোনদিকে? কোন মানুষদের সাথে তার সম্পর্ক? সে তার পূর্ণ চব্বিশ ঘন্টা কিভাবে কাটায়? অর্থাৎ তুমি গোপনে তাকে অধ্যায়ন করবে (তার গতিবিধি লক্ষ্য করবে)। এমনকি যদি সে তোমার আস্থাভাজনও হয়। যাতে নিজ নির্বাচনের ব্যপারে নিশ্চিত হতে পার।

প্রিয় ভাই আমার! সাথে সাথে তার সকল ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে অবগত হবে। এবং নেতিবাচক দিকগুলো দূরীভূত করতে দীর্ঘমেয়াদী একটি পরিকল্পনা তৈরী করবে।

নাম	দৈনিক কার্যাবলী			সাপ্তাহিক কার্যাবলী						
	কাজ	দোয়া	যোগাযোগ	সাক্ষাত	প্রয়োজনপূরণ	অনুগ্রহ	আলাপ আলোচনা শ্রবণ	আনন্দ বেদনা	উপহার	নিমন্ত্রণ
1.										
2.										

উপরোক্ত কাজ সম্পাদনের পর আমরা এখন একটি জরিপের ছক আঁকবো যাতে মারহালার লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।

সময় শেষের জরিপে তোমার নির্বাচনের ভাল মন্দ প্রকাশ পাবে

প্রশ্ন	*না*	*কখনও কখনও*	*হ্যাঁ*
১.সে কি তোমাকে দেখতে আগ্রহী?			
২.সে কি তার ব্যক্তিগত বিষয়াদি ও আশা-আকাংক্ষা নিয়ে তোমারসাথে আলোচনা করে?			
৩. তার প্রয়োজন মেটাতে সে কি আল্লাহ তা'আলার পর তোমার শরণাপন্ন হয়?			
৪. তোমার কথা কি সে মান্য করে?			
৫. সে কি বলেছে সে তোমাকে ভালোবাসে?			
৬. তোমার হৃদয়ে কি তার ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়েছে?			
৭. সে কি তোমার সাথে দীর্ঘ সময় কাটাতে পছন্দ করে?			
৮. সে কি তোমার উপদেশ গ্রহণ করে (যখন উপদেশ দাও) এবং তোমার মতামত কে সম্মান করে?			

নম্বার যদি হয় ১০এর কম:- তাহলে তুমি ভুল পথে আছো। পুণরায় নতুন করে মারহালাটি শুরু কর।

নম্বার ১০ থেকে ১৮:- তুমি নিজ পথেই আছো। তবে এক মাস সময় বৃদ্ধি করে নাও। যাতে তোমার সাথে তার সম্পর্কের যে দুর্বল দিকগুলো আছে তা ঝালিয়ে নেয়া যায়।

নম্বার ১৮ থেকে ২৪:- তোমার নির্বাচন সঠিক হয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত বরকতের মাধ্যমে অব্যাহত রাখো। সাথে সাথে মনে রেখ, ঘনিষ্ঠতার শেষ নেই।

এই মারহালার নিরাপাত্তা বিষয়ক জরিপ

এই জরিপে "কার্যকর হয়েছে"এবং "কার্যকর হয়নি"বলে জবাব দিতে হবে। এই জরিপে শুধুমাত্র "কার্যকর হয়েছে"এই জবাবেই গৃহীত হবে। অন্যথায় সেখানে তোমার আশংকা রয়েছে।

প্রশ্ন	কার্যকর হয়েছে	কার্যকর হয়নি

১.সে তার অধিকাংশ সময় কিভাবে কাটায় তুমি কি জেনেছ?		
২.তার অধিকাংশ সর্ম্পক ও যোগাযোগ কী ব্যাপারে এবং কাদের সাথে তুমি কি জেনেছ?		
৩.তার ব্যক্তিত্বের চাবিকাঠি এবং দুর্বল পয়েন্টগুলো কি জানতে পেরেছ?		

তার মাঝে যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো লক্ষ্য করতে পেরেছো তা এখানে উল্লেখ করো যাতে তা কাজে আসে:-

ইতিবাচক দিক	নেতিবাচকদিক

তৃতীয় মারহালা

ঈমান

জাগ্রতকরণ

তৃতীয় ধাপ: ঈমান জাগ্রতকরণ

সময়: দেড় থেকে দুই মাস। এর বেশিও হতে পারে।

জেনে রেখ, এই মারহালাটি শেষ হবার নয়৷ আর বাস্তবে ঈমানদার হলো যার কদম মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানের মোকাবেলা কালে এবং পরিক্ষা ও বিপদের সময় দৃঢ় থাকে৷

এই শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিরা এই স্তরের নাম ঈমান জাগ্রত করণ রেখেছেন, কেননা মানুষের ক্ষেত্রে মূল হল উত্তম প্রকৃতির হওয়া৷ কিন্তু এই প্রকৃতি ও ঈমান সংশয় ও প্রবৃত্তির মেঘপুঞ্জে ঘুমন্ত ও অচেতন থাকে৷ তাই এ স্তরে তোমার গুরোত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল, তার সুপ্ত ঈমানকে জাগিয়ে তোলা৷

তোমাকে আবশ্যকিয়ভাবে জেনে রাখা উচিৎ, এই মারহালাটি শেষ হবার নয়৷ কেননা বান্দার ঈমান কখনো তাজা হয় আর কখনো নিভু-নিভু৷ ইবাদতের ক্ষেত্রে কখনো সে উদ্যমী হয় আর কখন বা ঝিমিয়ে পড়ে৷ তাই তার জন্য এমন একজনের প্রয়োজন যে তার প্রতি লক্ষ রাখবে৷ তাকে সব সময় উপদেশ দেবে ও পর্যবেক্ষণ করবে৷ যাতে মানুষ শয়তান ও জিন শয়তান তার উপর আক্রমণ করতে না পারে৷

মারহালা শুরুর পূর্বে কয়েকটি উপদেশ :-

- সর্বদা আ'মালের ফযীলত সমূহ বর্ণনা করবে৷ এবং আ'মালের প্রতি উৎসাহ দেবে৷
- ঈমান জাগ্রত করণের নানা মাধ্যম গ্রহণ করবে৷ কোন একটি বিষয়ের উপর ক্ষ্যন্ত করবে না৷
- তার অনুপস্থিতিতে তার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবে৷
- তার উত্তম চরিত্রগুলো তাকে জানাবে সেগুলোর প্রসংশা করবে এবং সেগুলোকে ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ত করবে৷
- সর্বদা আলোচনা শুরু করবেতারগীবদিয়ে (পরকালের সুখ স্বাচ্ছন্দের প্রতি উৎসাহ প্রদান তবে তারহীবের (পরকালের শাস্তির ব্যাপারে ভয়-ভীতি প্রদর্শন) ক্ষেত্রে উদাসীন হবে না৷

- সে (এখনেই) পূর্ণ আদর্শবান হোকঅথবা পূর্ণ রূপে দ্বীন পালন করুকএমনটি আশা করবে না। বরং তোমার উপর আবশ্যক হল ক্রমানুসারে সামনে বাড়া।
- প্রথম শুরু করবে ফরযইবাদাত সমূহ দ্বারা। এবং এর উপরেই ক্ষ্যন্ত থাকবে| অত:পর সামর্থ অনুযায়ি নাওয়াফেল দিকে অগ্রসর হবে।

প্রিয় ভাই! এখন এই মারহালাটি ভাল ভাবে অধ্যায়ন করো। নিম্নোক্ত জরীপটিও পড়ে নাও। যাতে মারহালার শুরুতেই তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারো। ধারাবাহিক ভাবে দশদিন অথবা দুই সপ্তাহ আ‘মাল করো। অত:পর নিম্নোক্ত জরিপটির জবাব দাও| এই জরিপটি তোমার নিজের উপর নিশ্চিত হবার জন্য যে তুমি একজন দা‘য়ী। এবং যাতে বুঝতে পারা যায় তুমি তাকে সাথে করে নিয়ে এই মারহালা ও অন্যান্য মারহালাগুলো অতিক্রম করতে সক্ষম।

যখন উত্তর হবে ‘না’দ্বারা তুমি পাবে ১ নম্বার।

যখন উত্তর হবে ‘কখনো কখনো’দ্বারা তুমি পাবে ২ নম্বার।

যখন উত্তর হবে ‘হ্যাঁ’দ্বারা তুমি পাবে ৩ নম্বার।

প্রশ্ন	না	কখনও কখনও	হ্যাঁ
১. উপদেশ দেয়ার পূর্বে তুমি কি আ‘মালের প্রতি আগ্রহী?			
২. তুমি কি দৈনিক তিলাওয়াত, যিকির-আযকার ও সুনানের ক্ষেত্রে এবং তার ও তোমার জন্য দোয়ার ক্ষেত্রে সচেষ্ট।			
৩. তুমি কি তাকে শীট দেয়ার পূর্বে নিজে পড়ো? বয়ানসমূহ দেয়ার পূর্বে নিজে শুনো?			
৪. তুমি কি প্রয়োজন ছাড়া ইন্টারনেটের সামনে খুব কম বসো?			
৫. তুমি কি মাদ’য়ুর সাথে প্রতি সপ্তাহহে যোগাযোগ রক্ষা কর?			
৬. তুমি কি কিয়ামুল লাইল এবং ফজরের নামাজের প্রতি যত্নবান?			

ফলাফল :-

তোমার নম্বার যদি হয় ৯ এর কম: - তুমি এ মারহালা পূর্ণ করবে না। আর এমন কোন সৎ ব্যক্তির সংশ্রব গ্রহণ করো যে তোমাকে সাহায্য করবে। মনে রেখ, মাদ‘য়ূ কিন্তু তোমাকেই অনুসরন করবে (তোমার কথাকে নয়) ।

নম্বার ৯ থেকে ১২:- তুমি ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া থেকে সাবধান হও যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: “তোমরা এমন কথা কেনো বলো যা তোমরা করো না।”

মারহালাটি পূর্ণ করো। তবে নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বেশি বেশি মুজাহাদা করবে। মনে রেখ, “মানুষদেরকে যদি শুধু মুত্তাকীণগণেই উপদেশ দিতো তাহলে আমরা সমাজে কোন উপদেশ দাতাই খুজে পেতাম না।”

নম্বার ১২ থেকে ১৮:- আল্লাহ প্রদত্ত বরকতের মাধ্যমে পূর্ণ করো। সাথে সাথে চেষ্টা চালিয়ে যাও। কেননা এই মারহালাটি কখনই শেষ হয় না।

দাওয়াতে পেশকৃত আলোচ্য বিষয় এবং এ মারহালায় সেগুলোর লক্ষ্য :-

১. আল্লাহ তা‘আলা ও তার ইলাহী ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন :-

এ ক্ষেত্রে শর্ত হল অন্তরে তার ভালোবাসা থাকতে হবে। এবং তার ‘আসমাউস সিফাহ্’ গুণাবলীর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা।

সে জানবে, আল্লাহ তা‘আলা সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। আসমান যমীনের কোন বস্তু তার ক্ষমতার বাইরে নয়। তিনি জমীনের সকলকে একসাথে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম।

২. জান্নাতের নেয়ামত সমূহের প্রতি আগ্রহ ও জাহান্নামের শস্তির ভয়:-

এই আলোচনায় পরকালের সামগ্রিক বিষয় অন্তর্ভূক্ত হবে। আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুন, মনে রাখবে, যে ব্যক্তি জিহাদী চিন্তা-চেতনা গলায় ধারণ করবে তার জন্য এটাই মূল প্রবেশ দ্বার। কেননা জিহাদ হল আমাদের রবের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে। তিনিইতো তা আমাদের উপর তা ফরযকরেছেন। আর

আমাদের জন্য আবশ্যক হলো, তার আদেশ পালন করা। যাতে তার জান্নাত লাভ করি এবং শাস্তি থেকে বেঁচে থাকি।এর সাথে যুক্ত হতে হবে তাঁর ভালোবাসা, মহত্ত্ব ও বড়ত্ব।

৩. রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসা, সম্মান ও মর্যাদা :-

যাতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে তার জান ও মালের চেয়েও বেশি প্রিয় হয়। স্বপ্নযোগে ও পরকালে তার দর্শনে আশাবাদী হয়। যারা তাঁকে গালি দেয় অসম্মান করে তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে আগ্রহী হয়। (তাঁর জন্য আমার মাতা পিতা কোরবান হোক।) যথা সম্ভব তাঁর সুন্নাহগুলোকে আঁকড়ে ধরে।

৪. সময় মত নামায আদায় করা:-

বিশেষ করে ফজরের নামাজ। যাতে বাস্তবিকেই নামাজের প্রতি যত্নবান হয়। কখনই তা নষ্ট না করে। যাতে সে মুনাফিকদের অন্তর্ভূক্ত না হয়।

৫. গুনাহ পরিত্যেগ করা।

আল্লাহর শপথ! আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি জানি, বর্তমান সময়ে যুবকদের জন্য সবচেয়ে প্রধান পাপ কাজগুলো হল:- নেশা, যৌনকর্ম, চোখের খেয়ানত, বাবা-মার অবাধ্যতা, নামাজনষ্ট করা, খারাপ ভাষা ব্যবহার।

এই মারহালায় এই সবগুলোকে আবশ্যকীয়ভাবে তরক করতে হবে ইনশাআল্লাহ।

৬. সততা ও ইখলাস।

সততা ও ইখলাস দ্বারাই আ'মাল কবূল হয়। এর বিপরীত হল রিয়া ও নিফাক। হায়!! এই মারহালাকে ধ্বংস করতে আর কি কোন ধ্বংসকারীর প্রয়োজন আছে।

৭. জিহাদ ও শাহাদতের ফজীলত।

এই মারহালাতে আমাদের চূড়ান্ত ইচ্ছা হল, সে যেন এই পর্যায়ে উপনিত হয়, আয়াত অধিকাংশ জিহাদ ও শাহাদতের হাদীস তার জানা থাকে। তা যে কোন পদ্ধতি বা যে কোন মূল্যেই হোক না কেন।

যতক্ষণনা সে জিহাদের আকাংক্ষী হয়। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তো এটি স্বাভাবিক ভাবেই ঘটার কথা যে পরকালের শাস্তিকে ভয় পায়। যে জানে, জিহাদই পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি দান কারি। সুতরাং সে জিহাদে আগ্রহী হবেই।

৮. পরিক্ষা ও ধৈর্য :-

বিপদ হল মুজাহীদের পথের সাথী। পরিক্ষা হল জিহাদের সহোদর ভাই। এই মারহালাতে আবশ্যক হল, প্রয়োজন মাফিক পরোক্ষ ভাবে বা প্রতক্ষ ভাবে তাকে বলা, "এই পথের পথিকরা নিরাপাত্তা বাহীনির পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তির মুখো-মুখী হয়। যে ব্যক্তি দ্বীনের খিদমত করার ইচ্ছা করে দ্বীনের শত্রুরা তার শত্রু হয়ে যায়। জমীন দাওয়াত ও দায়ী উভয়ের উপর সংকীর্ণ হয়ে আসে।"

এই পয়েন্টের ক্ষেত্রে আমাদের চুড়ান্ত লক্ষ্য হল, মাদ'য়ূ যাতে এমন পর্যায়ে উপনিত হয়, সে নিজেই বুঝতে পারে, "এ পথে তার বন্দি হবার অথবা শাস্তি ভোগের সমূহ সম্ভবনা রয়েছে। আর এই পরিক্ষায় আবশ্যক হল ধৈর্য ধারণ করা। তবে দয়ালু রবের কাছে তার রয়েছে মহান মর্যাদা।"

৯. বেশি বেশি নফল আদায় করা :-

যেমনটি বোখারী শরীফে এসেছে, আবূ হুরায়রা (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা বলেন : যে আমার কোন অলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা যে সমস্ত জিনিষ দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে তার মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম হলো, যা আমি তার উপর ফরযকরেছি। আর আমার বান্দা নাওয়াফেলের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতেই থাকে এমন কি আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। আমি যখন তাকে ভালোবেসে ফেলি তখন আমি তার ঐ কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে। ঐ চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে। ঐ হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে। ঐ পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করে আমি তা দিয়ে দেই। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দেই।

১০.উত্তম চরিত্রে সজ্জিত হওয়া :-

মন্দ চরিত্র ছেড়ে দেয়া।

বি.দ্র.এই দশটি বিষয়ের মাধ্যমে তুমি তাকে মানহাযে অন্তর্ভূক্তের যোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করেবে।

অর্থাৎ তুমি এমন সকল পন্থা অবলম্বন করবে যা প্রমাণ করে জিহাদই একমাত্র মুক্তির পথ| জিহাদই একমাত্র সমাধান।

মারহালার উপাদান সমূহ

এখানে কিছু উপাদানের কথা উল্লেখ করা হবে যা তুমি উক্ত মারহালাতে কাজে লাগাবে। তবে বিষয়টি তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপরেই ন্যস্ত। তুমি তোমার অবস্থা ও তোমার শহরের অবস্থা অনুযায়ী যেটিকে বেশি উপযোগী মনে কর সেটিই গ্রহণ করবে।

কর্মবিষয়ক উপাদান :-

১. বিভিন্ন সময়ে একই সাথে নামায আদায় করবে| ফযরের নামাযের জন্য জন্য তাকে জাগিয়ে দেবে। ফজরের নামাযের জন্য তোমরা একই মসজিদে যাবে যা তোমরা দুজন মিলেই নির্ধারন করবে।

২. তাকে সাথে নিয়ে তোমাদের দুইজনের পরিচিত কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাবে।

৩. সুযোগ মত তাকে সাথে নিয়ে কোন নির্জন আনন্দ ভ্রমণে বের হবে। আরো সুন্দর হয় যদি তোমাদের সাথে তার অন্যান্য ভাইরাও থাকে। তাকে সাথে নিয়ে কবর যিয়ারত করতে যাবে। তাকে জান্নাত জাহান্নামের বর্ণনা শুনাবে। পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। দুনিয়া বিমূখ হতে উপদেশ দেবে। এক সাথে বসে কুরআন তিলাওয়াত করবে। অথবা কোন একদিন (সুন্নাহ ফলো করে) এক সাথে রোযা রাখবে। তাকে তোমার সাথে ইফতার করাতে চেষ্টা করবে। তাকে সম্মান করবে। সর্বদা তার প্রতি অনুগ্রহ করবে। আর এর প্রতিদান আল্লাহর থেকে আশা করবে। সাবধান! সে যেন অনুভাবও করতে না পারে কোন এক উদ্দেশ্য সামনে রেখে তুমি এমনটি করছো।

৪. বিভিন্ন বিষয়কে মূল্যায়ন করবে। সাম্প্রতিক ঘটে যওয়া ঘটনাগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করবে।

৫. একই সময়ে দুজনে এক সাথে মিলে কোন একটি ভালকাজে অংশগ্রহণ করবে। যেমন: বিধবাকে সাহায্য করা, অন্ধকে সহযোগীতা করা, অথবা অন্য কোন আমল যা তোমাদেরকে একত্রিত করবে এবং আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের ছায়াতলে পরষ্পরকে ঘনিষ্ঠ করে তুলবে।

...

তোমার উদভাবিত কয়েকটি কর্মবিষয়ক উপাদান:-

...

দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক উপাদান :-

১. লাইব্রেরীতে বিক্রি হয় এমন ছোট ছোট কিতাব সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবে৷ বিশেষ করে যেগুলেতে জান্নাত জহান্নাম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, শুভ পরিণাম মন্দ পরিণাম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে৷ এছাড়াও আল্লাহর পথে প্রত্যাবর্তনকারীদের ঘটনা সমূহ, বিভিন্ন আমলের ফাজায়েল, মুসলিমের চরিত্র, সাহাবি ও সহাবিয়াদের জীবনী ইত্যাদী৷

২. তোমার প্রতি উপদেশ হল, ঐ কিতাবগুলো সংগ্রহ করবে যাতে জিহাদের ফজীলত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে উল্লেখ আছে জিহাদের হাদসি সমূহ, শুহাদাদের কারামত, মুজাহিদ সালাফদের আলোচনা, সাহাবায়ে কেরাম ও তাব'য়ী তাবে তাব'য়ীদের জিহাদের আলোচনা৷

৩. ছোট ছোট পুস্তিকার সাথে সাথে মুহসাবার (আত্মসমালোচনার) জন্য কোন 'কার্যসূচীর'সাহায্য গ্রহণ করবে৷

দাওয়াত ও জিহাদের পথে এটাই হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ, যাকে একজন সদস্যের সবচেয়ে নিম্নোস্তর হিসাবে গণ্য করা হয়৷

সবচেয়ে ভালো হয় তুমি সেটি ছাপিয়ে নেবে৷ আর অন্তত একমাস অন্তর অন্তর সেটি পর্যবেক্ষণ করবে৷

...

তোমার উদভাবিত কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়কউপাদান:-

...

তারিখ	বার	কুরআন (১৫ মিঃ প্রত্যেকনামাযের আগে)	আযানের সাথে সাথে সাড়া প্রদান					সুন্নাহ নামায							সকাল ও সন্ধ্যার জিক্‌র		নামযের পরের জিক্‌র					রোযা		মিস্‌ওয়াকের সুন্নাহ	দু'আ (প্রতি দিন কমপক্ষে১০ মিঃ)
			ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা	২ফজরের পূর্বে	৪ যোহরের পূর্বে	২যোহরের পর	২মাগরিবের পর	২ ইশারের পর	বিতিরের নামায	২চাশতের নামায	সকালের জিক্‌র	সন্ধ্যার জিক্‌র	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা	সোম বারের রোযা	বৃহস্পতিবারের রোযা		
	প্রথম সপ্তাহ																								
	শনি																								
	রবি																								
	সোম																								
	মঙ্গল																								
	বুধ																								
	বৃহস্পতি																								
	শুক্র																								
	দ্বিতীয়সপ্তাহ																								
	শনি																								
	রবি																								
	সোম																								
	মঙ্গল																								

	বুধ																								
	বৃহস্পতি																								
	শুক্র																								

এই কার্যতালিকার উপকারিতা :-

তুমি এই কার্যতালিকাকে কখনই ছোট করে দেখবে না। কেননা এর মূল্য অনেক বেশি। এখানে প্রতিটি এমন সুন্নাহকে উল্লেখ করা হয়েছে যার ব্যাপারে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতœবান ছিলেন। যে এগুলোর ব্যপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে তার দ্বীন আশঙ্কার মুখে নিপতিত হবে। উলামা গণের মত হল, "যে ব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে সুন্নাহ্ নামাযগুলো ছেড়ে দেবে, (বিচার কার্যে) তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবেনা।"

১. আযানের সাথে সাথে সাড়া প্রদান :- অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার'কানে আসার সাথে সাথে তুমি সকল বিষয় থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। অত:পর ওযু করে মসজিদে গমন করবে (অথবা পরিবার সহ বাড়িতে নামায আদায় করবে) তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকট একটি হজ্জের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে। কেননা তুমি হাজীদের ন্যায় আহ্বান শোনার সাথে সাথে লাব্বাইক বলেছো। একটু চিন্তা করো ! তুমি জীবোনে কতগুলো হজ্জ নষ্ট করেছো।

২. চাশতের দু-রাকাত নামায:-"তোমাদের প্রত্যেকেই এমতাবস্থায় ঘুম থেকে উঠে যে তার প্রতিটি জোড়ার উপরোই সদাকা থাকে।............. আর এ সবকিছুর পরিবর্তে দু-রাকাত চাশতের নামায পড়াই যথেষ্ট।" (রিয়াদুস সলেহীন)

৩. বিতরের নামায:- আল্লাহ তা'আলা বেজোড় তিনি বেজোড় সংখ্যাকে ভালোবাসেন। এই নামাযটিকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন। আর তার সাওয়াব ফরয নামাজের মতই। সুতরাং তা আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়বে না।

৪. **সুন্নাত নামায সমূহ:-**“যে কোন মুসলিম ব্যক্তিই ওযু করে, আর তা করে যথাযথভাবে অত:পর ফরয নামায ছাড়াও আল্লাহ তা‘আলার জন্য প্রতিদিন অতিরিক্ত বারো রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করেন।”হায়! স্থায়ী জান্নাতে কত গৃহই না তুমি নষ্ট করে ফেলোছো।

৫. **কুরআন তিলাওয়াত:-** কোরআনই তোমার আত্মার খোরাক। তোমার নামায, জিকির দাওয়াতের মূল্যায়ন হবে কোরআনের সাথে সম্পর্কের পরিমাণ অনুযায়ী| যদি প্রতিদিন কোরআন খতমের কারণে মানুষদেরকে প্রতিটি হরফের বিনিময়ে ১০ দীনার করে দেয়া হতো তাহলে....| আল্লাহর পক্ষ থেকে ১০টি সওয়াব সাথে সাথে আরো বাড়িয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি কি তোমার দৃষ্টিতে দীনারের চেয়েও কম মূল্যের?! অথচ তা পরকালে নাজোতের উপকরণ।

৬. **মিসওয়াক:-** আল্লামা ইবনে তাঈমিয়া (রহি:) বলেন:- আমি হতভম্ব হয়ে যাই কিভাবে মানুষ এমন একটি সুন্নাহ ছেড়ে দেয় যার ব্যাপারে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ১০০ টিরোও বেশি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।” যখন তুমি একটি গাছের ডালের অংশ দ্বারা নিজ মুখকে পবিত্র করে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনে অক্ষম হচ্ছ, তাহলে তোমার থেকে কিভাবে আশা করা যায়! তুমি বাইতুল মাকদিসের জন্য নিজ গর্দানকে উৎসর্গ করে তার সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হবে।

৭. **নামাযের পরের জিকির:-** শুধুমাত্র আয়াতুল কুরসী একবার পড়ার দ্বারা ৬০০০সওয়াব অর্জিত হয়। ভেবে দেখো, যদি তুমি পাঁচ বছর যাবৎ এ ব্যাপারে যতœবান হয়ে থাকো তাহলে তুমি কত সওয়াব অর্জন করেছ। আর যদি অলসতা করে থাকো তাহলে কত সওয়াব থেকে বঞ্চিত রয়েছো!!! “যে ব্যাক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার জান্নাতে প্রবেশের জন্য বাঁধা হবে শুধুমাত্র মৃত্যু।”সুতরাং তুমি কি জাহান্নাম থেকে নাজাতের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হয়েছ?

“যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার ‘সুবহান আল্লাহ’৩৩ বার ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ও ৩৩ বার ‘আল্লাহু আকবার’সর্বমোট ৯৯ বার পাঠ করবে। আর

لااله الاالله وحده لاشريكله له الملك وله الحمدوهوعلى كل شئ قدير

*১ বার পাঠ করবে। তার সমূহ গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে যদিও তা হয় সমুদ্রের ফানা সমতুল্য।’*তোমার কি তার প্রয়জোন নেই?

৮. সকাল সন্ধার জিকির:- যদি তুমি তা ছেড়ে দাও তাহলে শয়তান তোমার উপর আক্রমণ করবে। দুনিয়া আখিরাত উভয় জগতে তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তবে তুমি শুধু নিজের উপরেই ভৎসনা করো। কেননা তুমি সুরক্ষিত দুর্গ পাওয়া সত্ত্বেও তাতে প্রবেশে অস্বীকৃতি জানিয়েছ।

৯. রোযা:- যে ব্যক্তি এক দিন আল্লাহর রাস্তায় রোযা রাখবে উক্ত দিনের কারনে আল্লাহ তা‘আলা সত্তর বছর জাহান্নামের আগুন কে তার চেহারা থেকে দূরে রাখবেন।

১০. দু‘আ:- তোমার জিবনের সকল সমস্যার সমাধান কয়েকটি হরফ দ্বারা গঠিত দুটি শব্দের মধ্যে। দু’আই হলো আমাদের জীবনের ছোট বড় সকল সমস্যার সমাধান। কতইনা ভালো হয়! যদি তুমি ছোট বড় সকল বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলার উপর ভরসা করো। নিজের দৃঢ়তার জন্য দু’আ করো। তোমার ভাইদের জন্য দু’আ করো।

তুমি দুটি হাত আল্লাহ তা‘আলার দিকে উত্তলোন করো। কেনানা আল্লাহ তা‘আলা পছন্দ করেন, বান্দা তার কাছে প্রর্থনা করুক।

অডিও-ভিডিও:-

অডিও-

দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে উলামাদের হৃদয়গ্রাহী বয়ান ও দরস সমূহ:- তাওহীদ, আকীদাহ, মৃত্যু,পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরআন অবমাননার শাস্তি, ইহুদী-খ্রিষ্টানদের ইসলাম বিরোধী চক্রান্ত, নির্যাতিত মুসলিম জনপদ, কিয়ামতের আলামত, ইমাম মাহদী ও দাজ্জাল, জিহাদ,তাযকিয়া, সমকালীন নানা প্রসঙ্গ, ইত্যাদী।

বাংলা:-

১. ইমাম আনওয়ার আল-আওলাকী [রহ:] এর সাধারন বয়ান সমূহ। [আম ভাইদের জন্য]

২. মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস লালবাগীর নির্বাচিত কয়েকটি বয়ান।

(এ বিষয়ে অন্যান্যদের আরো বয়ান সংগ্রহ করতে হবে)

উর্দু:-

১.মাওলানা মাসউদ আযহারের নির্বাচিত বয়ান সমূহ।

২. আল্লামা আনযার শাহ কাশ্মীরির নির্বাচিত বয়ান সমূহ।

৩.মাওলানা আব্দুল আযীয গাজীর বয়ান সমূহ।

আরবী:

১. শায়েখ খালিদ আর-রাশিদের (আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মুক্ত করুন) সকল বয়ান। বিশেষ ভাবে :- কাওয়াফিলুল আয়িদীন, আহওয়ালুল গারিক্বীন, ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ, রয়াইতুন নাবিইয়্যা ইয়াবকী, বালির রফীকুল আ'লা, রিজালুল মাফলূজাহ, আস-স্ব-খাহ্,তাদনীসুল কুরআন।

২. শায়েখ আব্দুল হামীদ কাশ্ক (রহিঃ) এর সকল বয়ান।

৩. শায়েখ খালিদ আল-আনযির বয়ান- ''তাদনীসুল কুরআন'' এটি আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে বেশি প্রভাব সৃষ্টি কারী বয়ান।

ভিডিও:-

১. নির্যাতিত মুসলিমদের নিয়ে তৈরী ডোকমেন্টারী সমূহ।

২. বিভিন্ন মা'রেকায় মুজাহিদদের অপারেশনের উত্তম ভিডিওগুলো।

৩. শহীদদের কারামাতের ভিডিওগুলো।

৪. ই'দাদের ভিডিও সমূহ।

৫. ফিদায়ী মুজাহিদদের উপর নির্মিত ডোকমেন্টারী সমূহ।

৬. ''রীহুল জান্নাহ্''আস-সাহাব পরিবেশিত সবচেয়ে চমৎকার ভিডিও ক্লিপ। তাতে বিভিন্ন সুন্দর হৃদয়কার্ষী দৃশ্যের সাথে সাথে শুহাদাদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি প্রথম স্তরের দাওয়াতী উপাদান।

৭. এক জার্মানী মুজাহিদ ভাইয়ের মায়ের প্রতি অসিয়্যত।

৮. আস-সাহাব পরিবেশিত মুজাহিদদের দিন-রাত।

৯. “কাবায়েল কি সুরাতে হাল” পাকিস্তানের ওয়াজিরস্তানের উপর নির্মিত ভিডিও ডোকমেন্টারী।

১০. ৯/১১ উপর ২০০৭ সালে আস-সাহাব থেকে নির্মিত ডোকেমেন্টারী।

মোটকথা এ মারহালাতে উৎসাহ মূলক ভিডিওগুলো দেখাবে দৃষ্টি-ভঙ্গি বিষয়ক ভিডিওগুলো নয়। মনে রাখবে এই মারহালার উদ্দেশ্য এটা নয় যে তাকে এখানেই তাকে আল-কায়েদা-তালেবান বানিয়ে ফেলতে হবে।

বি.দ্র. জিহাদী পরিবেশনা ও প্রকাশনাগুলো স্বাভাবিক ভাবে তখনই প্রকাশ করবে যখন তার ঈমানী অবস্থা ভালো থাকে এবং সে নিজেও খোশ মেজাজে থাকে। যাতে সে তার ফল পায় (ইনশাআল্লাহ) এবং তা তার হৃদয় ছুয়ে যায়। তার অবস্থা বিরুপ থাকা কালে তাকে কোন কিছু শুনাবেনা কেনানা এতে তার কখনই উপকার হবে না। যেমন সে যদি বিরক্ত, ব্যথীত বা চিন্তিত থাকে।

তোমার উদভাবিত কয়েকটি উপাদান লিখ:-

...

কর্মবিষয়ক উপাদান সমূহতে ৭ নম্বার। প্রতেকটি উপাদানে ১ নম্বার করে।

দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক উপাদান সমূহতে ৩ নম্বার।

শ্রবনিয় ও দর্শনিয় উপাদান সমূহতে ৯ নম্বার।

তোমার উদভাবিত উপাদান সমূহতে ৬ নম্বার।

** সর্বমোট ২৫ নম্বার।

মারহালা চলাকালে নিজেকে দৃঢ় রাখবে যাতে সর্বাধিক নম্বার অর্জন করতে পারো, এবং প্রতিটি উপাদান বাস্তবায়নে সক্ষম হও।

নাম	কর্মবিষয়ক উপাদান ৭	দৃষ্টিভঙ্গি/ তাত্ত্বিক উপাদান ৩	অডিও ও ভিডিও ৯	উদভাবিত উপাদান ৬	সর্বমোট ২৫
১.					
২.					

এই মারহালার ব্যাপারে কতিপয় গুরোত্বপূর্ণ উপদেশ:-

১.প্রিয় ভাই, এই মারহালাতে যদি তুমি জিহাদ নিয়ে আলোচনা করো তাহলে তা যেন হয় জিহাদের এমন ভূমিসমূহের ব্যাপারে যার বিষয়টি বোঝা তার জন্য সহজ হয়। যেমন নির্যাতিত ভূখন্ড সমূহ- আরকান,কাশ্মীর,ফিলিস্তিন। আর অনেকেই আফগান জিহাদকে ভালোবাসে তাদের সাথে আফগান নিয়েই আলোচনা করতে পার|

২. তুমি এই মারহালায় লক্ষ্য রাখবে, সে যেন এক ধরনের আলেমদের মাঝেই সীমবদ্ধ হয়ে না পড়ে, বরং তাকে একাধিক আলেমের আলোচনা শুনাবে, যদিও তাদের মানহাজ ভিন্ন হয় | যাতে সে ইখতেলাফের স্বরুপ বুঝতে পারে| এবং অনুধাবন করতে পারে, যারা দ্বীনের কথা বলে, উপদেশ দেয়,

সৎপথ প্রদর্শন করে, লোকেরা যাদের মাধ্যমে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়, ব্যক্তিত্যের কারণে তাদের প্রতেকের অনুসরণ করতে হবে এমনটি নয় বরং অনেক সময় দেখা যায়, দাওয়াতের ক্ষেত্রে একজন অনেক বড় ব্যক্তিত্ব সম্পুর্ণ ব্যক্তি উম্মাহ্র গুরোত্বপূর্ণ কোন মাসআলার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম মত পোষণ করেছেন। 'ব্যক্তি দিয়ে সত্যকে নয় বরং সত্য দিয়ে ব্যক্তিকে চিনতে হয়।'

৩. এই মারহালায় যথা সম্ভব তার সাথে জিহাদী ব্যক্তিত্যদেরকে পরিচয় করে দিতে চেষ্টা করবে। চাই তা ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে হোক, অথবা বক্তৃতার মাধ্যমে। আর তারা হলেন- শায়েখ উসামা, শায়েখ আইমান কেননা তারাই হলেন প্রতীক। আর স্বাভাবিক ভাবেই তারা সবার কাছে পরিচিত। যাতে তার কাছে বিষয়টি অপরিচিত ও অস্বাভিক না হয়।

৪. এই মারহালাতে তুমি ইনশাআল্লাহ সংশয়ের ধরণ অনূপাতে তা নিরসন করবে। লক্ষ্যনিয় হল তোমার আলোচনা হবে সাদামাটা। কেননা তুমি মূলত তার সাথে বিস্তারিত আলোচনায় যাবেনা।

তোমার জন্যা ভালো হবে যদি তুমি বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন শাখায় ভাগ না করো। এবং সংশয়ের দ্বার উন্মচিত না করো। বরং বিষয়টি তুমি অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। যদি তোমার কাছে কোন সংশয় উত্থাপিত হয় তার জবাব দাও। মনে রেখ, তার উন্নতি ও মজবুতির মারহালা ইনশাআল্লাহ আগত।

৫. সাবধান! এই মারহালাতে তাকে এমনটি বলবেনা, ‟জিহাদ মানেই হল আল-কায়েদা।”তবে এখানে আমি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছি, এটি জানা কথা, যেখানেই জিহাদের কথা আলোচিত হয় সেখানেই আল-কায়েদার কথা আলোচিত হয়। যেখানেই আল-কায়েদার কথা আলোচিত হয় সেখানেই জিহাদ ফী সাবীল্লিহ্র কথা চলে আসে, সর্বোচ্চ ত্যাগ ও কোরবাণীর কথা মুমিনদের প্রতি সহানোভূতি কাফেরদের ব্যাপারে কঠোরতার কথা উল্লেখি হয়। এই মারহালাতে তার জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট, সেখানে কিছু নেককার মুজাহিদ রয়েছে। তাদের কেউ কেউ তো শাহাদাত বরণ করে ইনশাআল্লাহ জান্নাতে রওয়ানা করেছে। আর কেউ কেউ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরতো অবস্থায় রয়েছে। এরাই তারা যারা দ্বীনের জন্য সর্বচ্চো ত্যাগ করছে। তারাই আল্লাহর পথে সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগকারী। কাফের ও মুরতাদরা তাদের বিরুদ্ধেই একজোট হয়েছে।

এ সবগুলোর উদ্দেশ্য হল শধুমাত্র জিহাদের জন্যই তার অন্তরে জিহাদের তামান্না জাগ্রত হোক (বাস্তবিক তামান্না)। অত:পর তুমি তাকে সাথে নিয়ে অপর এক মারহালায় গমন করবে যেখানে সে জানতে পারবে, কার সাথে এবং কোন পতাকা তলে জিহাদ করতে হবে।

৬. যদি তার মাঝে ইলম অর্জনের ব্যাপারে আগ্রহ লক্ষ্য করো, তাহলে আহলুল ইল্মদের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলোকে প্রধান্য দেবে।

শর'য়ী ইখতেলাফী বিষয়গুলো থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকবে। কেননা সেগুলো এই মারহালাতে তাকে পেরেশান করে তুলবে।

কয়েকটি প্রস্তাবিত পদক্ষেপ

তোমার জন্য অনুমদিত কয়েকটি পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে তুমি তাকে জিহাদের আলোচনা শুনাতে পার। আমি মুজাহিদ ভাইদের সামনে এ পদক্ষেপগুলো পেশ করছি। জেনে রেখ, তাদের পক্ষে এরচেয়েও উত্তম কিছু উদভাবন সম্ভব। তবে এগুলো শুধু সহোযগিতার্থে ও চিন্তার দ্বার উন্মচিত করতে (যদি আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেন)।

প্রথম পদক্ষেপ

আলজাযীরায় প্রচারিত শায়েখ হামিদ আল-আলীর এক বা একাধিক সাক্ষাত কার মাদ'য়ূ শ্রবণ করবে। অত:পর তুমি তার সাথে শায়েখ হামিদ আল-আলীর ব্যাপারে আলোচনা করবে। এরপর সে শায়েখের খুৎবা শুনবে এবং তার লিখা কিতাব পড়বে। যেমন: ফাজায়েলুল জিহাদ। অত:পর শায়েখ যারকাবী (রহিঃ) এর শাহাদাতের পর শায়েখ হামিদ আল-আলী যে খুৎবা দিয়েছিল তা শুনবে এভাবে সে মানহাজের ব্যাপারে দৃঢ়তা অনুভাব করবে। পর্যায়ক্রমে সে সেটিকে গলায় ধারণ করবে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ

তুমি তাকে শায়েখ খালিদ আর-রাশাদের খুৎবা শুনাবে। যার অনেকগুলোই 'কুনাতুল খালীজাহ' এবং 'আল-বেদায়া' প্রচার করেছে। অত:পর তাকে ডেনমার্কের ঘটনার ব্যাপারে তার খুৎবা ও এক্ষেত্রে তার সাহসী অবস্থানের কথা শুনাবে। এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভূমি থেকে ডেনমার্কের

দূতকে বের করে দেবার দাবি জানানোর কারণে ধোকাবাজ সরকার যে তাকে গ্রেফতার করেছিল সেটাও বলবে। অত:পর তাকে বলবে, যারা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয়, কুরআন অবমানোনা করে, তাদের থেকে প্রতিশোধ নেয়া আবশ্যক।

আর এক্ষেত্রে উত্তম প্রতিশোধ হল সেই ছোট ছোট সাহাবিদের অবস্থানই যারা আবূ জাহ্লকে হত্যা করেছিল। আর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানের প্রতিশোধ পবিত্র ভূমি সমূহ পূণরুদ্ধার ও হারানো সম্মান ফিরিয়ে আনার একমাত্র পথ হল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। আর এভাবেই .... সামনে বাড়বে।

<u>তৃতীয় পদক্ষেপ</u>

সমসাময়িক ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী।

কে জানে? হয়ত খুব শিঘ্রই বড় কোন অপারেশনের ঘটনা ঘটবে আর কোন কিছু ঘটার ব্যাপারে মুজাহিদ ভাইদেকে সুসংবাদ দিতে ও আশা প্রকাশ করতে শনো যায় | অথবা রাসূলসল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয়ার মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। অথবা কোন নিকটবর্তী ব্যক্তির মাধ্যমে মুজাহিদগণ কোন চ্যনেলে সাক্ষাৎকার দেবেন। তুমি মুজাহিদদের বিষয়গুলো তাকে জানাবে তাদের চিন্তা ফিকিরগুলো তার কাছে পছন্দনিয় করে তুলবে। অথবা কোন প্রামাণ্য চিত্র প্রকাশ পাবে যাতে ইরাক জিহাদের ব্যাপারে অথবা কোন মুজাহিদ সেনা নায়কের জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হবে, এ ধরনের নানা বিষয়। উল্লেখিত সকল বিষয় জিহাদের পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে তার খুব উপকারে আসবে।

তাকে আল-আবরিয়া ও অন্যন্যা দালাল চ্যানেলগুলো থেকে এবং সামগ্রিক ভাবে মিডিয়ার অপ-প্রচার থেকে দূরে রাখবে।

মারহালার শেষে দা'য়ীর উপর পরিচালিত জরিপ

এ প্রশ্ন গুলোর মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো-

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুমি সঠিক পদ্ধতিতে পালোন করেছো কি না।

তুমি সে পর্যয়ের দা'য়ী কি না যে মাদয়ূকে নিয়ে পরবর্তী মারহালায় যাবার যোগ্য। প্রতিটি পয়েন্টে পাবে এক নম্বার। আর উত্তর দেবে শুধুমাত্র 'হ্যাঁ'অথবা 'না'দ্বারা।

প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১. তুমি কি তারহীবের চেয়ে তারগীবে বেশি জোর দিয়েছে?		
২. তুমি কি একটি পদ্ধতি ব্যতিরিকে একাধিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছো?		
৩. তুমি কি একাধিক শায়েখের সাথে তার সম্পর্ক গড়ে তুলেছো?		
৪. বিভিন্ন বিধান পালোনের ক্ষেত্রে তুমি কি ক্রমানুসারে আগে বেড়েছো?		
৫. তুমি কি তোমার কথা বলার চেয়ে তার কথাই বেশি মনযোগ দিয়ে শুনেছো?		
৬. তুমি কি অনুভব করেছো সে যেমন তোমার থেকে উপকার লাভ করছে তুমিও তার থেকে উপকার লাভ করছো?		
৭. কোন সুক্ষ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে তুমি কি সে বিষয়ক নির্ভরযোগ্য সূত্র দেখে নিয়েছো?		
৮. তুমি কি তোমার আ'মাল ও আখলাকের কারণে তার আদর্শে পরিণত হয়েছো?		
৯. তাকে উপদেশ দেয়ার পূর্বে উপদেশ বাণীগুলো কি তুমি অন্তর দিয়ে অনুভব করো?		
১০. তোমার উদ্দেশিত দৃষ্টিভঙ্গি পৌঁছাতে তুমি কি উপযোগি সময় ও স্থান নির্বাচন করেছো?		

তোমার নাম্বার যদি হয় ৭ এর বেশি:- তাহলে তুমি আল্লাহর ইচ্ছায় সামনের মারহালায় যাবার যোগ্যতা অর্জন করেছো।

নম্বার ৫ থেকে ৭:- তুমি পুর্ণ করো৷ তবে তোমার ভুলগুলো শোধরানোর চেষ্টা করো৷ তোমার এই মারহালাটি এখনও শেষ হয়নি

নম্বার ৫ থেকে কম: - তেমার এ মারহালাটি পরেও শেষ হবে না৷ সততার দ্বারা তুমি নিজেকে সাজাও৷

এ মারহালাতে মাদ'য়ূর সফলতার জরিপ

এই জরিপে আমরা জানতে পারবো-

মাদয়ূ কি বাস্তবেই মারহালাটিতে সফল হয়েছে৷

সে পরবর্তী মারহালাতে যাবার যোগ্য কি না৷

পূর্বের জরিপের ন্যায় উত্তর হবে-হ্যাঁ, না,কখনও কখনওদ্বারা৷

প্রশ্ন	না ১	কখনও কখনও২	হ্যাঁ ৩
১. মাদ'য়ূর কথায় কি আল্লাহ তা'আলার প্রতি মর্যাদা ও সম্মান প্রকাশ পায়?			
২. তার কথায় কি ইসলামী রিতি-নীতি ফুটে উঠে৷ যেমন: আস-সালামু আলাইকুম, জাঝাকাল্লাহু খাইর?			
৩. তুমি ডেকে দেয়া ব্যতীতই কি সে ফজরের নামায পড়ে?			
৪. তার আখলাক ও কথায় কি কোন ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে?			
৫. নিয়মতান্ত্রিক ভাবে কম করে একমাস কি সে আত্মসমালোচনা সূচী অনুযায়ি চলেছে?			

৬. তার মধ্যে কি সামান্য হলেও দুনিয়ার প্রতি ঘৃণ্যা ও আখেরাতের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে?			
৭. সে কি দ্বীনের জন্য কোরবাণী করার তামান্না রাখে?			
৮. সে কি জিহাদ ও মুজাহিদ দেরকে ভালোবাসতে শুরু করেছে?			

নম্বার ১৮ থেকে ২৪:- সুসংবাদ গ্রহণ করো সে সফল ভাবে মারহালাটি অতিক্রম করেছে৷ এখন তুমি তাকে অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যেতে সাহায্য করো৷

নম্বার ১৮ থেকে কম: - মারহালাটি আরো একমাস অব্যাহত রাখো৷ অত:পর তাকে পুণরায় মূল্যয়ন করার চেষ্টা করবে৷

চতুর্থ মারহালা

(চিন্তাধারার)

বিজ বপণ

চতুর্থ স্তর:- চিন্তাধারা বপণ

সময়: দুই মাস বা তার চেয়ে বেশিও লাগতে পারে।

এই মারহালায় যে সকল চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে :-

১. কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা:-

এটি স্বাভাবিক ভাবে জানা ও বুঝা কথা। কিন্তু এই মূলনীতিটি তার মাঝে দৃঢ় হতে হবে। তুমি তাকে শিক্ষা দেবে জিহাদী কাজে কোন একজন যদি শর'য়ী কোন মাসআলায় ভুল করে ফেলে, তাহলে কোন ধরনের সংশয় ব্যতীত তার উক্ত কর্মের ব্যাপারে দায়মুক্তি ঘোষণা করতে হবে। কেননা এটি নির্দিষ্ট কোন চিন্তাধারা বা গোষ্টির ব্যাপারে অন্ধভক্তির বিষয় নয় বরং এটি দ্বীনী বিষয়।

২. জিহাদ ও ই'দাদের ফরজিয়্যাত :-

আর এ জন্য শায়েখ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহিঃ) এর কিতাব আদ-দিফা আন আরাদিয়াল মুসলিমীন আহাম্মু ফুরূজিল আ'ইয়ান' [মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা] তুমি তাকে পাঠ করে শোনাবে। উক্ত মাসআলায় এই কিতাবটিই উৎকৃষ্ট। এই কিতাবটি পড়ে রুশের বিরুদ্ধে জিহাদে অনেক যুবক অংশ গ্রহণ করেছে। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন ক্রুসেডার ও তাদের সহযোগী মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও উক্ত কিতাবটিকে যুবকদের বের হবার কারণ বানান।

৩. আল্লাহর বিধান ছাড়া ভিন্ন বিধানে বিচারকারী শাসকের কুফরী :-

(যা আল-হাকিমিয়্যাহ নামে পরিচিত)

[এ বিষয়ে নির্ধরিত কিতাবের নাম পরে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ] যাতে সে বুঝতে পারে অতীত বর্তমানে সকল আহলুস সুন্নাহ্র মত একই।

সে যাতে ঐ আলেমদের কথা শ্রবণ করে যারা আইন প্রণেতাদেরকে কাফের বলে (যদিও তারা আমাদের বিরোধী হয়)। আর আল্লাহর শুকরিয়া এ ধরনের আলেম উম্মাহর প্রতিটি শহরে বিদ্যমান আছে।

৪. গণতন্ত্র ও সংসদীয় কর্ম সম্পর্কে ইসলামের বিধান :-

এই জ্ঞানই তার সামনে মানহাজ পরিষ্কার করে তুলবে। বুঝতে পারবে আমরা কেন খিলাফাতকে ফিরিয়ে আনতে নিরাপদ পদ্ধতি গ্রহণ করছি না। কেনইবা গণতন্ত্রের পথে যাচ্ছিনা। মূলত কি তা বৈধ আছে। আমি আমাদের শায়েখ আবূ বাসীরের একটি কিতাব পড়তে উপদেশ দিচ্ছি 'হুকমুল ইসলাম ফিদ-দেমোক্রেতিয়্যাতি ওত-তা'আদদুদিল হিযবিয়্যাহ্' | উক্ত বইয়ের যে অংশে বিভিন্ন দলের ব্যাপারে যে আলোচনা করা হয়েছে তা নাপড়লেও চলবে শুধু তার হুকুম জানাই যথেষ্ট হবে।

বি.দ্র. এটি তখন যখন তার দেশে হিযবুত তাহরীর কোন প্রভাব সৃষ্টিকারি সংগঠন না হবে। আর যদি প্রভাব থেকে থাকে তাহলে সম্পূর্ণটা পড়ে নেয়াই ভাল।

[উক্ত বইটি এখন পর্যন্ত বাংলা হয়নি তাই ভাইদের সাথে পরামর্শ করে এক্ষেত্রে কি ধরনের সিলেবাস দেয়া যেতে পারে তা পরার্মশ করে নেবে]

৫. আল ওয়ালা ওয়াল বারা :-

স্বাভাবিক ভাবেই এটি আকীদা বিষয়ক একটি স্পর্শকাতর মাসআলা। যার মাঝে অনেকেই পথ ভ্রষ্ট হয়েছে। এমনকি আমরা এ ফতওয়াও শুনেছি, একজন মুসলিম তার অপর মুসলিম ভাইকে হত্যা করতে পারবে শুধু এই সন্দেহে যে সে জাতিয়তাবাদী হতে পারে!!!!|

বিশেষ করে সে সমস্ত রাষ্ট্রে যেখানে দেশ, দেশপ্রেম, দেশের জনগণ, জাতিয়তাবাদ নিয়ে বেশি বেশি কথা হয়। তাই তার জন্য আবশ্যক হল সে জানবে, কার সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে আর কার সাথে শত্রুতা করতে হবে। কে তার বাস্তবে ভাই আর কে বাস্তবে শত্রু।

৬. মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

৭. الطائفة المنصورة والغرباء

<u>কিছু সামগ্রিক চিন্তাধারা</u>

১. মুজাহিদদেরও রয়েছে অনেক পুণ্যবান বড় বড় আলেম। অন্যদের তুলনায় তাদের ইলমও কম নয়। বরং তাদের চেয়ে এরা মর্যাদায় অনেক বেশি। আর এই বিষয়টি বুঝাতে তাকে 'মিম্বারুত তাওহীদ ওয়াল জিহাদ'দেখাবে। শায়েখ আবুল ওয়ালিদ আল-আনসারীর জীবনী দেখাবে যা পাঠককে হতভম্ব করে দেয়। তার কাছে শায়েখ উকালা, রুশূদ, উলওয়ান, ফাহাদ, খুদাইর (রহিঃ) সহ আরো অন্যন্যাদের কথা

আলোচনা করবে। তাকে শায়েখ আবূ কাতাদাহ শায়েখ আবূ ইয়াহইয়া আল-লিবী ও অন্যন্য ময়দানের আলেমদের আলোচনা শোনাবে।

২. (তাকে জানাবে) নিশ্চয়ই এই (জিহাদী) প্রবাহ তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং আরব হোক আজম হোক বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলছে। আর এ কারণেই তুমি বর্তমান প্রচার মিডিয়ায় সেই প্রবাহের আওয়ায শুনতে পাবেনা।এটি একারণে, যাতে সে ধারনা না করে এটি অপরিচিত অন্ধকারচ্ছন্ন একটি চিন্তাধারা। কেননা তার পরিচিত ও চেনা জানা কোন আলেমতো এ ব্যাপারে বলে না। সে ভাববে, এটি একটি ভ্রষ্ট মতবাদ কেননা যদি সঠিকই হত তাহলে তারা কেন এ ব্যাপারে বলেনা?

তার জন্য এটা বোঝা আবশ্যক, নিশ্চয়ই মুজাহিদরাই হল উম্মাহর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। মুসলিমদের জীবন রক্ষায় তারাই সর্বাধিক গুরুত্ব দানকারি। আর বিভিন্ন টিভি চ্যনেলে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে সেগুলো আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ। যাতে মতাদর্শগত ভাবে তারা কোন সাহায্যকারী না পায়।

৩. সে অপরিচিত কিন্তু একা নয়,মাদ‘যূর আবশ্যকিয় ভাবে বোঝা উচিৎ হেদায়েতের আলোয় আলোকিত এ মানহাজের সৈনিকরা ইসলামি বিশ্বের পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে (স্বল্প হলেও) ছড়িয়ে আছে। তারা মুমিনদেরই একটি অংশ। মুরসালীনদের অনুসারি। এরাই তারা যদের হাতে দুনিয়ার নানা বিষয় ঘুরপাক খেতে থাকে। তাদেরকে শত্রুদের হাজার বার হিসাব করতে হয়।সে যেন জেনে রাখে, এই মানহাজের কোন একজন সাথীকে ইতিহাস স্বীকৃত সবচেয়ে বড় শক্তি আঘাত করেও দ্বীন থেকে এক চুল পরিমাণ সরাতে পারে না। তুমি দেখবে সে ইজ্জতের সাথে নিজ প্রাণ দিয়ে দিচ্ছে। তাকে হত্যা করা হচ্ছে আর তার মুখ থেকে হাসি ঝরছে। যা প্রতিটি মুমিনেই দেখতে পায়। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা যার চক্ষুকে অন্ধ করে দিয়েছেন সে দেখবে কিভাবে??!!পথিকের সল্পতার কারণে সে যেন পথের মাঝে নির্জনতা অনুভব না করে। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপরই ভরসা করে। তিনিই তো উত্তম সাহায্যকারি, শ্রেষ্ঠ অভিভাবক।এই বিশ্বাসটি তার মাঝে দৃঢ় হবার জন্য ‘গুরাবা’ও ‘আত-ত্বয়েফাতুল মানসূরাহ’ বিষয়েরপ্রতিটি আলোচনাই উপকারী।

কয়েকটি সাহায্যকারি উপাদান:-

(প্রিয় ভাই বাকিগুলো তোমার উদভাবনের উপরেই ন্যস্ত)

১. ‘তাসাউলাতুন ওয়া শুবহাতুন হাউলাল মুজাহিদীন’এই বইটিতে জিহাদ ত্যাগকারীদের সকল অবস্থান উল্লেখ করা হয়েছে। মাদ‘য়ূর জন্য আবশ্যক হল বইটি সংগ্রহ করা এবং অধিকাংশ বইটি পড়ে ফেলা। এটি খুব উপকারী একটি কিতাব।

২. হাকীমুল উম্মত শায়েখ আয-যাওয়াহিরির সকল সাক্ষাৎকার। কেননা সেগুলো গবেষণামুলোক সাক্ষাৎকার। অধিকাংশ সময়েই শায়েখ প্রবাহমান ঘটনাগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। এবং সমকালিন নানা বিষয়ে সঠিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছেন। মাদ‘য়ূ সর্ব প্রথম ‘আস-সাহাবে’প্রদানকৃত নতুন সাক্ষাৎকারগুলো শ্রবণ করবে অত:পর পুরাতনগুলো।

৩. শায়েখ আবূ কাতাদাহ, শায়েখ আব্দুল্লাহ আয্যাম, শায়েখ আবূ বাসীর, শায়েখ আবূ আলী সহ এ মানহাজের সকল আলেমের খুৎবা সমূহ।

[উপরক্ত বিষয়গুলো আরবীতে সুতরাং তা ঐ ভাইদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যে আরবী বোঝে আর যে ভাইরা আরবী বোঝেনা কিন্তু ইংলিশ, উর্দু, হিন্দি বোঝে তাদেরকে এগুলোর মধ্য থেকে বা এ ধরনের যেগুলো ইংলিশ বা উর্দু হয়েছে তা প্রদান করবে আর যদি শুধু বাংলা ভাষা জানে তাহলে তাদের ক্ষেত্রেও একই পন্থা অবলম্বন করবে]

৪. দাওয়া ইলাল্লাহ পরিবেশিত সকল খুৎবা,দরস,ভিডিও ও রিসালা সমূহ।

৫. উস্তাদ আহমাদ ফারুক,উস্তাদ আবু যর, মাওলানা ইসমাতুল্লাহ মোয়াবিয়া, মাওলানা আসেম ওমর [দা.বা.] এর সকল বয়ান, সাক্ষাতকার ও দরস সমূহ।

৬. আস-সাহাব, আল- ফুরকান, আল-মাগরিবুল ইসলামী, আশ-শীশানের সকল পরিবেশনাগুলো দেখবে।

এক্ষেত্রে তুমি ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভাল ও প্রশান্তিদায়কগুলো নির্বাচন করবে। অত:পর তার ঈমানী উন্নতী ও অগ্রগতির অনুযায়ি, তার সামনে পেশ করবে। মুমিন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হয়ে থাকে।

চিন্তাধারা রোপণের উত্তম পন্থা

প্রিয় ভাই, চিন্তাধারা রোপণের সর্ব উত্তম পন্থা হল তা জামাত বদ্ধ ভাবে রোপণ করা (এটি এ শাস্ত্রে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত)। কিন্তু অধিকাংশ সময় বিষয়টি কঠিন হয়ে দেখা দেয়। তাই তোমার জন্য কতিপয় প্রস্তাব ও উপকরণ যা তোমাকে এ সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম উপাদান:-

জিহাদী সকল পরিবেশনা দেখতে তাকে অভ্যস্ত করে তুলবে। যাতে সে সেগুলোর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে এবং নতুন কিছু তালাশ করে। আমরা জিহাদী ফোরামগুলোতে অনেক ভাইকে শুধু শায়েখ উসামা ও শায়েখ আইমানের কণ্ঠ শোনার জন্য আক্ষেপ করতে দেখেছি (দৃষ্টান্ত স্বরূপ)। অর্থাৎ তার অবস্থা যাতে এই পর্যায়ে পৌঁছে সে তাদেরকে নিজের সেনাপতি ভবতে থাকে। তাদের সাথে আত্মীক সম্পর্ক তৈরী হয়। তাদের সংবাদ শোনার জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। বার বার তাদের কথা আলোচনা করতে থাকে। এরকম ....।

আমরা এখন ফোরামের মাধ্যমে সেমিনার এবং (সেমিনারের) শিক্ষক ও পর্যবেক্ষক তৈরী করবো। শিক্ষক হবে তুমি, আর আমাদের সম্মানিত আলেমগণ বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন। বিশেষ করে শায়েখ আয-যাওয়াহিরী ও উস্তাদ আহমাদ ফারুক [হাফি:]।মূলত ভাইটি তোমার সাথে ও তোমার হাতে বা তোমার সাহায্যেই দিক্ষা লাভ করবে। তুমি একের পর এক তার মাঝে চিন্তাধারার বিজ রোপন করবে। আর বিবৃতি শোনা ও ফোরামে প্রবেশ করার দৃষ্টান্ত হল, দুই মাস অথবা কিছু দিন পর পর একজন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল তোমাদের সেমিনার পরিদর্শনে আসেন। যাতে তোমাদের অবস্থা বুঝতে পারেন এবং নতুন নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এবং নতুন বিষয় সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করেন। এভাবেই তোমাদের জন্য (সেমিনারের) একটি বিকল্প পন্থা বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যথায় নি:শন্দেহ তাকে কোন সেমিনারে অংশগ্রহণ করানোটাই উত্তম ছিল।

দ্বিতীয় উপাদান :-

তাকে কোন জিহাদি ফোরামে যোগ দেয়াবে। আর এক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই নিরাপাত্তার প্রতি গুরুত্ব দেবে। তাকে উৎসাহিত করবে সে যেন ফোরামে বেশি বেশি অংশ গ্রহণ করে। ভাইদের বিভিন্ন বিষয়ে মন্তব্য (কমেন্ট) করে। এটি তাকে বেশি বেশি জিহাদী পরিবেশে অভ্যস্ত করে তুলবে।

অপ্রাসঙ্গিক কিছু কথা :-

জিহাদি ফোরামগুলো মূলত মুজাহিদদের সংবাদ বিভিন্ন অডিও-ভিডিও ও লেখা-লেখি প্রকাশ করে থাকে। এটিই তাদের অবস্থান ও শ্বাস নেয়ার স্থান। জিহাদি ফোরাম গুলোতে তুমি জিহাদি তানজীম গুলোর বার্তাবাহকদেরকে পাবে। অথবা তাদের অনেকে বিভিন্ন তানজীমের প্রচার বিভাগের সদস্য। অনেকেই হয়ত তাদের কেউ ফোরামে তোমার সাথে সম্পর্ক করেছে হঠাৎ দেখবে তারা তার শাহাদাতের খবর প্রচার করছে। তাদের মধ্যে অনেক ভাই এমনো আছে যারা অতীতে কার্যকারি ভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে অত:পর ফিরে এসেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই জিহাদ ও মুজাহিদদের সাহায্যে বিভিন্ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনার কাজে তৎপর রয়েছে। সেখানে একদল এমন যুবককে পাবে যাদেরকে তাগুতরা বন্দি করেছে, নির্যাতন করেছে তথাপি তাদের মাঝে সামান্য পরিবর্তন ঘটেনি তাদের বিশ্বাসে সামান্য চির ধরেনি। তুমি তাদের থেকে কোন হতাশা জনক বাণী বা নিরাশা জনক উক্তি শুনতে পাবেনা। তাতে অংশ গ্রহণকারী সিংহভাগ সাথিই মৃত্যুকে তার সম্ভাব্য স্থানগুলোতে তালাশ করে। সুতরাং জিহাদী ফোরামগুলোর দৃষ্টান্ত এমন আলোচনার মজলিসের মত যেখানে সবসময় মানুষ আল্লাহকে ভয় করা শিখে এবং তার দ্বীনের খিদমাত করতে আগ্রহ পায়।

দু:খ জনক বিষয় হল, এই ফোরামগুলো আন্তর্জাতিক সকল গোয়েন্দা সংস্থা ও চরদের টার্গেটে পরিণত হয়েছে। আরব হোক আর অনারব ইসলাম বিরোধী প্রতিটি রাষ্ট্রের এক দল মুরতাদ, এর বিরুদ্ধে লেগে আছে। তারা মুমিন যুবোকদেরকে ধোকাঁয় ফেলতে ষড়যন্ত্র করছে।

তাই তোমার প্রতি অনুরোধ, তুমি ভাইয়ের প্রতি যতœবান হবে, কোন অপারেশন অথবা এধরনের অন্য কোন বিষয়ে যেন ফোরামে আলোচনা না করে। কাউকে ব্যক্তিগত কোন ম্যসেজ প্রেরণ না করে। এধরনের প্রতিটি বিষয় তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ফোরামগুলোতে খুব বেশি বসবে না, নিজ সময় নষ্ট করবেনা। কেননা এটা মূলভিত্তি নয়।

ফোরামের দায়িত্বশীল ও সদস্য ভাইদের প্রতি অনুরোধ হল, ফোরামে হতাশা সৃষ্টিকারী মিথ্যা রটনাকারী ও মুরজিয়াদেরকে প্রবেশের সুযোগ দেবেনা। তাদের বিষয়বস্তু গুলো পৃথক কর ফেলবে। স্বরণ রাখবে এটি দাওয়াতি বিষয়। অনেক সময় কোন এক ভাইয়ের একটি কথা বা ব্যবহার কোন নতুন ভইকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারে।

এই হল জিহাদি ফোরাম গুলোর আলোচনা। আমি চেষ্টা করেছি তার প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে। যাতে আমাদের বারনামিজের যে দাওরাগুলো তার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে তার নিয়ম জানা সম্ভব হয়।

তৃতীয় উপাদান :-

জিহাদি গতি ধারায় মাদ'য়ূকে সক্রিয় করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আর তা হল- সে ইলকট্রনিক মুজাহিদ হবে। ইন্টারনেটে দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণ করবে। কেননা সে যখন জেনেছে, জিহাদ ফরজে আইন। শাসকরা মুরতাদ। তখন আবশ্যকিয় ভাবে তাকে কোন কার্যকারি পদক্ষেপ দিতে হবে। এখনেই তুমি তাকে কোন অপারেশনের সংবাদ দেবে তা সম্ভব নয়। তবে কমপক্ষে সে এতটুকু খিদমাত জিহাদ ও মুজাহিদদের জন্য পেশ করতে পারে, সে তাদের কাজ ও বিবৃতিগুলো প্রচার করবে। তাদের পক্ষে কথা বলবে। মানুষদের সামনে তাদের বাস্তব সুন্দর্য ও কাজের পবিত্রতার কথা তুলে ধরতে পারবে।

তাকে এ সব বিষয়ের দিকে বেশি ঝুকে পড়তে দেবে না। তাহলে বাস্তবতা জানার পরো তার হিম্মত কমে যাবে। বরং ধাপে ধাপে তাকে মূল টার্গেটের দিকে নিয়ে যাবে। যদিও ধিরগতিতে হয়। আর সেটি হবে, গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো প্রচার করার মাধ্যমে। তার জ্ঞান অনুসারে মুজাহিদদের পক্ষে প্রচারনা চালানোর মাধ্যমে। আর এটি করবে স্বাভাবিক ভাবে তোমার সাহায্যের মাধ্যমেই। এসময় তাকে বর্তমান সংঘটিত কোন সারিয়ার ব্যাপারে সংবাদ দেবেনা। কেননা এখন পর্যন্ত সে সময় আসেনি।

চতুর্থ উপাদান:-

তার পড়ার অভ্যাস তৈরী করবে। কেননা অধ্যায়নের মাঝেই নির্জন ব্যক্তি সঙ্গ অনুভব করে। আর জিহাদী মাকতাবাতো অনেক বড় ও কিতাব দ্বারা পরিপূর্ণ। যা লেখা হয়েছে শুহাদাদের খুন দ্বারা। নির্যাতিতদের 'আহ' দ্বারা। সততা ও জিহাদের কালি দ্বারা। ইনশাআল্লাহ এগুলো তার জন্য যথেষ্ট ও সাহায়ক হবে

মারহালা শেষের লক্ষণ:-

১. জিহাদের ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করা।

তামান্না ও এরাদার মাঝে পার্থক্য হল:- তামান্না হল অক্ষমের সম্বল। অনেক মুসলিম আছেন যাদের সাথে আলোচনা করলে তারা তোমাকে জানাবে তারা জিহাদের তামান্না রাখে। কিন্তু ঐ সমস্ত ব্যক্তিরা কোথায় যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করবেন আর আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে প্রদান কৃত

প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ করবেন!? আর 'এরাদাহ'হল 'তামান্নার'মাঝে সততা থাকা। অর্থাৎ জিহাদের পথের কোন একটি দরজায় করাঘাত করা। যেমন: ই'দাদ।

২. <u>জিহাদ সম্পর্কিত কিতাবগুলো অধ্যায়ন ও ইলমে শর'য়ী অর্জনের দিকে অগ্রসর হওয়া।</u>

এই মারহালায় সাবধান থাকবে! সে যেন, ব্যতিক্রম ধর্মী ও মুজাহিদ আলেমদের পদস্খলিত মতামত ও অনির্ভরযোগ্য ফতওয়াগুলো গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনকে তিরিষ্কার করা থেকে বেঁচে থাকে।

আরো সতর্ক থাকবে! জিহাদ যেন তার কাছে কয়েকটি দৃশ্যেরনাম না হয়। অর্থাৎ সে জিহাদে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করছে কেননা সে একজন মহিলাকে ইহুদী পুরুষের হাতে প্রহারিত হতে দেখেছে। হ্যাঁ সত্য কথা এই দৃশ্যটি অত্যন্ত উদ্দিপনা দানকারি। তবে এটি মূল ভিত্তি নয়।

<u>জিহাদের মূল ভিত্তি হল- তাওহীদের পতাকা উত্তলন। আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন। ইসলামি খিলাফাত প্রতিষ্ঠা।</u>

আর এ ধরনের 'ছবির জিহাদ'থেকে ইতিপূর্বে আমাদের শায়েখ আব্দুল্লাহ আযযাম ও শায়েখ হাফেজ ইউসুফ আল-উয়াইরী (রহিঃ) সতর্ক করেছেন।

এখন নিচের জরিপের উত্তর দাও। উত্তর হবে 'কার্যকারী হয়েছে'অথবা 'কার্যকারী হয়নি'দ্বারা।

প্রশ্ন	কার্যকর হয়েছে	কার্যকর হয়নি
১. আমাদের উল্লেখিত চিন্তাধারা তার মাঝে কি বাস্তবায়ন করেছো?		
২. জিহাদের যে সমস্ত ইমাম ও সেনা নায়ককে সে এ পর্যন্ত দেখেছে তাদের প্রতি কি তার ভালোবাসা ও সম্মান প্রকাশ পেয়েছে?		
৩. জিহাদী চিন্ত-চেতনার নিদর্শন কি তার কথা ও সম্পর্কিততার মাঝে ফুটে উঠেছে?		

৪. সে কি আল্লাহর কাছে দু‘য়া করে আল্লাহ তা‘আলা যাতে তার জন্য জিহাদের পথকে সহজ করে দেন?		
৫. সে কি বুঝতে পেরেছে জিহাদই হল জমীনে আল্লাহর শরি‘য়া প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ? (যদিও বিস্তারিত ভাবে নয় বরং সামগ্রিক ভাবে জানুক)		
৬. জিহাদী চিন্তা ধারার সাথে সাথে কি সে আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্যশীল ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়েছে?		

যদি উপরক্ত কোন একটি বিষয়ে সমস্যা বিদ্যমান থাকে তাহলে প্রমাণিত হবে মাদ‘য়ূ সামনের মারহালায় যাবার অযোগ্য। কেননা সেটি স্পর্শকাতর মারহালা। সুতারাং পূনরায় সময় বৃদ্ধি করে নেবে যতক্ষণ না তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।